জুজু
জুলেখার জুয়াচাক্কি

চয়ন খায়রুল হাবিব

౧

জুজু
জুলেখার জুয়াচাক্কি

কাব্যনাটক, জুলেখার জুয়াচাক্কি
চয়ন খায়রুল হাবিব
সত্বঃ লেখক
খোলামিল প্রকাশনা ২০১১
প্রচ্ছদ চিত্রঃ নাতাশা হাবিব
প্রচ্ছদ গ্রাফিক্সঃ মনন মোর্শেদ
ফন্টঃ অভ্র ইউনিকোড
ফর্মেটঃ গোলাম দস্তগির,কাজল শাহনেওয়াজ
প্রথম প্রকাশঃ ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০১১
প্রথম মঞ্চায়নঃ পালাকার নাট্যদল
কৃতজ্ঞতাঃ তারিক সুজাত, মুস্তাফা জামান

মুল্যঃ ৩০ টাকা

JuJu
Julekha's Roulette
A Play by Choyon Khairul Habib
Copyright: Writer
Publisher: Kholameel
1st Published: Dhaka, February 2011
Jacket Painting: Natasha Habib
Jacket Graphics: Manan Morshed
Font: Avro Unicode
Format: Golam Dastagir, Kajal Shaahnewaz
First Staged by Palakar Theater Group
Acknowledgement: Tarik Sujat, Mustafa Zaman

Price: USD 5

গার্মেন্টস বিরাঙ্গনা জুলেখাদের

‘জুলেখার জুয়াচাক্কি’ প্রকাশিত হলো তখনই, যখন বাংলাদেশের মঞ্চ-নাটক অবরুধ্ব হয় সামাজিক-স্নবারিতে নয় NGOদের কথিত উন্নয়ন-শৃঙ্খলায়!বছরকাবারি সনদ হাতে যেসব নাট্যকর্মি বেরিয়ে আসছে তাদের আচরনও সামরিক বাহিনির সিপাহিদের মতই টথস্থ; নিয়মের বিঘ্ন ঘটলেই য্যানো থেমে যাবে মঞ্চসিপাহিদের রৈখিক কুচকাওয়াজ! কুশিলবদের দেহছন্দ মঞ্চে উন্মোচিত না হয়ে কুকড়ে, কুকড়ে উঠে একটা বন্ধ পরিবেশের ইন্ধন যোগায়! বিচিত্রতার আশায়, জিবিকার তাড়নায় কুশিলবেরা আশ্রয় নেয় বিপনন সংস্থায়, মিডিয়ায়! তাহলে কি বাংলাদেশে মঞ্চ নাটক পরাজিত? জুলেখাদের মঞ্চ কোথায়? সেখানেই যেখানে কুশিলবেরা বিশ্বাস রাখে যে গড়পরতার গড্ডালিকা পারায়ে জুলেখা নান্দনিক-সুক্ষতায় অনায়াস এবং ভিতরের নৃশংসতা বাইরে বের করে আনতে সমর্থ!

চয়ন তার কাব্যনাটকে কোন দৃশ্যকেই, কোন চরিত্রকেই কেন কঙ্কৃট-পরম্পরায় বাধে না?বিচিত্র গতি-প্রকৃতির, বিচিত্র দৃশ্যের যানজট-ফর্ম ছিটকে, ছিটকে রোলারকোস্টার : এক অপরুপ জুলেখাজটঃ অনন্য এক জুলেখা-ফর্ম!মঞ্চের বাইরে থেকে কুড়িয়ে পাওয়া জুলেখার কেন্দ্রাতিত যাত্রাপথে ছড়ানো, ছিটানো পরাজিত-শব্দগুলো চয়ন'কে নিয়তই ভাবায়। ইতিহাসের আড়ালে চলে যাওয়াদের যে-দ্বন্দ, যে-দেহছন্দ, তার প্রতি পক্ষ্যপাতের কারনেই বাংলাভাষাতে সংস্কৃত ও 'আরবী' বানান-বিকার, শ্রেনিভেদ ও ধর্মবৈষম্যের প্রতিক ঈ, ঊ, ণ ও চাদবিন্দুর ভ্রু-কুচকানি এ-লেখনে উপেক্ষা করা হয়েছে!

উচ্চারন ও বানানরিতির সনাতন-শিব্যলেথে আক্রান্ত বাংলাভাষাভাষি যে-কৌম তাতে আজকেও রাস্ট্র ও নিতির জগদ্দলে লেখক নির্বাসিত; শ্রমিক ও কিষান ন্যজ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত; নগরায়নের সাথে বিচ্ছেদ ঘটেছে প্রানস্পন্দনের। এ-পটভুমিতেই মানসকন্যা জুলেখাকে নিয়ে, চয়ন কবিতা লিখে আসছে অনেক দিন ধরে! প্রথম'টার নাম ছিল, 'জুলেখা সিরাপ'! তারপর ঘাটে, অঘাটে জুলেখাকে নিয়ে কথা চলতেই থাকে!জুলেখা বিস্তৃত হতে থাকে অলিক থেকে বাস্তবতায়, সন্ত্রস্ততা থেকে স্বপ্ন-সংকেতে! আদমের দেহখন্ড থেকে হাওয়ার জন্মের যে-মিথ তাকেই আস্টেপৃষ্ঠে উলটে দেবার আয়োজন, 'জুলেখার জুয়াচাক্কি'!

চরিত্রঃ

জুলেখা
দাদু
ইউসুফ/ইউসুফ মেয়র
চাদ সওদাগর/চাদ
কিশোর, কিশোরি

রমনি
সিমা
৭ সৈনিক
হাবিলদার
শ্যামল মালি
আসবাবপত্র

প্রথম থেকে শেষ অব্দি জুলেখা চরিত্রটার মাথায় সাপের ফনার আদলে একটা মুকুট শোভা পাবে।

প্রথম বয়ানঃ

একজন বুড়োমত লোক এক কিশোরির সাথে কবিতাকথনঃ সকল কুশিলব এই বয়ানের বৃন্দ প্রক্ষেপনে অংশ নেবে।

যা ছিলনা তাতো সত্যিই নাই তাই নতুন নতুন মাটির খেলনা
বানাবার ছলে জুলেখাকে আমরা শিখাই নিল আনাজের চাষবাষ

আজ ১৪১৭ শালের ১৫ই জৈষ্ঠ শনিবার
আজকে জুলেখার জন্মদিন
জন্ম থেকেই ও মাতৃহিন পিতৃহিন
আমি ওর দাদু এবং জুলেখার দিদিমারা থেকেও নাই
কিভাবে এসব ঘটে গেল তা আমি নিজেও জানি না

জুলেখারে চোখ মেলে দেখো দাদু
সব রংয়ের আনাজ আছে কিন্তু নিল আনাজ নাই
ঐ রংটাই হচ্ছে গিয়ে সকল রংয়ের যাদু
চাষাবাদের আগে আমাদের সঠিক ভাষাটাও দরকার
সঠিক ভাষার সাথে সরল অঙ্কের সঠিক সারাতসারঃ

আমরা সবাই ভাষাটা জানতাম
দিদিমার সাথে ঐ ভাষাতে অনেক গল্পসল্প করতাম
কিসের থেকে কি হয়ে গেল

দিদিমা একদিন ভাষাটা ভুলে গেল

তারপর ভাষাটার খোজে দিদিমাও ঘোরে আমিও ঘুরি
দেখা হয় কখনো কখনো
তবে একজন আরেকজনকে চিনতে পারিনা
পরিচয়ের সঙ্কেতসুত্রগুলো কিছুতেই আমরা ধরতে পারি না

হটাত একটা ভাল লাগা ছিল
দম আটকানো বাড়াবাড়িরকম ভাল লাগা ছিল
দিদিমার ছিল অনেক অনেক রান্নার শখ
দাওয়াতিদের ভিড়ে সে ছিল আজগুবির ফিনিস্ত পালক

পলকা
কিন্তু ডাটাজুড়ে দাবাগ্নির হলকা
দাদুর ভাগ্যে তোর দেশান্তরের যোয়াল
রিলিফের সাগুদানায় ভাগ্যরেখা ধস্ত পয়মাল

দিদিমার হাতে রিলিফের টিকবক্স খাতা
আমি যতই চেচায় চেচায় বলিঃ
তোমার আমার সন্তানই জুলেখার পিতা
এবং একাধারে জুলেখার মাতা

এমনও নয় যে তোর দিদিমা শুনতে পায় নাই
শুনলেও এতসব বুঝাবুঝিতে ব্যাস্ত যে আমাকে আর আমলে নেয় নাই
কিন্তু পয়মন্ত সে, যতবার একটু একটু পেয়েছি তাকে বিভিন্ন
পুনর্বাসন কেন্দ্রে

নিল আনাজ চারা থেকে বৃক্ষে গড়ায় আমাদের কল্পনার রন্ধ্রে

দিদিমা ব্যাস্ত দিদিমা কেবলই হারায়
আমাদের জুলেখা বাড়ে রাগে বিরাগে অন্তরায়
জুলেখার কাধে ভর
আমিও বাড়ি এবং পরের বাড়ি পরের ধামে চেয়ে চিন্তে খাই

নিজ ভাষাতে কথা বলার লোক নাহি পাই

জুলেখাঃ
দাদু, দেখো লোকজনে যা দেয় আমাদের ভান্ডে
অল্পদূর যাইতে না যাইতেই তা বদলায় নিলের বর্নিলে
নিলের ছন্দমিলে নিলের গরমিলে নিলগিরি নিলের নাযদিকিয়ায়

দাদু, আমার পা ব্যথা, আমার পা ব্যাথা, আর কত দুর
জিবনেও কি পৌছাবো আমরা তোমার স্বপ্নের অবন্তিপুর

দাদুঃ
দাদুরে স্বপ্নের সোয়াদ মিলায় স্বপ্নেরই সালোকে
আলোকের রাংতায় ধরা থাকে শুধু দিদিমার পোষাকের গড়ন

জন্মদিন মানেই কিন্তু শুভেচ্ছা এবং শুভক্ষন
তবে দিদিমা ছাড়া আমাদের পরান টন টন
মানে মন খারাপ এবং আবাদগুলাও আর তেমন জমবে না
জিবন কেটে যাবেঃ নিল আনাজ ফুটবেত একবারই কিন্তু ঝরবে বার বার
রক্তবিজের নিল বর্নিলে ফুটে শত শত রক্তবিজের ঝাড়

জুলেখাঃ দাদাজান, এই দেশ ভালা না এই দেশে আমরা থাকবার
পারাম না

দাদুঃ নাতনি আমার, দেশ বইলাত কিছু নাই
আমিত কেবল শুকতে পাই গ্রিস্মের কাঠাল
আর ফাটা জমিতে শাপলা শালুকের গোয়ার গোয়ার শাল
মানে দেশ বলতে যা কিছু তা কেবল প্রতিকের রাজনিতি
ধর্ম বলে যা গছায় তা আসলে প্রিতির উলটারথে দানবের ভিতি

মহাজনপদ ঘুরে ফিরে খুজে দেখো তির্থঙ্করের চরন রবিন্দম
সেই গঙ্গাহৃদয়া মানুষ হৃদয় যার গঙ্গার মতই লেংটা
মাফ কর নাতনি আমারে পেরেশান আমি
শেষবেলাতে ছেড়ে গেলাম তোরে একেলা এই দুনিয়াবি রংগমেলায়

ঘাবড়াও মাত বেটি
আসল পরিচয় তোর নগরবধু আম্রপালি
যে-জনপদে জুলেখার অধিষ্ঠান তোর সেখানেই প্রকারান্তরে বৈশালি
এইবার যাই এইবার যাই

দাদুর প্রস্থান

জুলেখাঃ
কে নগর আর কে নগরবধু
এ-প্রশ্নের উত্তরে পেরেশান অভিভাবকহিন সেই নক্ষত্রমালার সন্তান

সময়ের কার্পেটে চড়ে এই ক্ষনে শিপ্রা নদির পারে উজ্জয়িন শহরে
পরক্ষনে গংগার তিরে গঙ্গাহৃদয়া ওয়ারি বটেশ্বয়ারে
বনিকেরা তাহার রক্তে রেখে যায় দুরান্তের পরিব্রজ্যার না জানি শিকড়
ফিরতি পথে ভিক্ষুরা নিয়ে যায় রক্তকলস সেচা ভিক্ষাব্রতের মহাস্থান গড়

মহাস্থানি মাকড়েরা চিল্লা মারে টুঙ্গিতে তাব্লিক জামাতের ইস্তেমায়
অধ্যাত্মের ডিসিপ্লিনে আস্তে আস্তে একে অন্যকে জায়গা করে দেয়
গুমটির গুদামঘরে পাইকারের গুদারায় জামা পায়জামা খুলে
দুলে দুলে হিন্দোলে নাচে মহাবিরের মোদকে চাল কুমড়ার ফুলে
পাহাড়ি ছাগলের বিশেষ দুধের সাথে মিলেমিশে চালধোয়া ক্ষুধে

বুধের এবং বৃহস্পতির মাঝখানে এক অনন্য চিতকার সমস্ত বৈশালি
জনপদে
আম্রপালির হৃদয়ে তোলপাড় মহাখালি থেকে মাইঝভান্ডার আপনি উদাস

মরমে কিসেরো হুতাশঃ মুখে মুখে সুখে দুখে মাঘের ঘোর ঘন কুয়াশায়
কে ছিল মৌয়াল আর কে ছিল ভ্রমর
সে প্রশ্নই ঘুরেফিরে আবারঃ
কেই বা বাদশাহকন্য আর কেই বা এই নগরবধু জুলেখা

ইউরেকা ইউরেকা যাহা লাউ তাহাই কদু এই হিশাবে
আম্রপালি যদি হয় গৌতমের অনুসারি
সেমতে আম্রপালিসহ বৈশালির তাবত নগরবধু জুলেখারাই বোধিস্বত্ত্ব
তথাগত
আর তির্থঙ্করেরা স্বয়ং নগরবধুদের অধস্থন অবতার

বৃন্দ বয়ানে গানঃ
পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিনে প্রনাম জানায়ে
আমরা এইবার জুলেখার খেলাঘরে
আমদানি করি সাত গোখ্রার মালকিন রুপকুমারি মনসার বয়ানঃ

জান যাবে যাক তবুও চাদ সদাগর প্রনিবে না
বাংগালির আদি জংগিলি বিষহরি জগতগৌরি মনসার চরন

মনসা দংশায় নিজ মনে অথচ বিধবা হয় সদাগরের সাত পুত্রবধু
সর্বকনিষ্ঠা বেহুলার পরানে মেঘ গুর গুর করে মেঘে ছোবল মারে
লক্ষিন্দর জাগিয়া দেখে বেহুলা নাই আর পাশে
রাঙ্গা বৌয়ের ভাংগা বুকের পরে জল থৈ থৈ করে আবার জলে ছোবল মারে
লঙ্খিন্দর যায় কালনিদে কোন গাঙ্গে বেহুলা ভাসে

জুলেখাঃ আব্বাজান আমি ফিরে চাই আমার হারানো বাসর

যদ্দুর যায় যাব এলবাট্রসের অডানায় ইন্দ্রের সভায় নেচে নেচে চাইব জিয়ানির বর
বেচে উঠে যাতে আপনার বাদবাকি সন্তানেরা এবং আমার পরানের লক্ষিন্দর

জানতে মন চায়, কেন আপনি নারাজ মনসা মাই'র উপর?

চাদঃ
নদির জলে মাথা
ভাঙ্গা হাটের শুন্য থলি পেতে বসি ভালবাসার সৎরঞ্চে
এই যে জান বাজি রেখে মনসাকে না পুজার অসম্মান
তা আসলে তাইনের রুপের প্রতি আমার কাতরানির প্রমান

এখানে ওখানে যতবার দেখি চাদের আলো ছলকায় মিহি কোন ছায়ার ইশারায়
ভেবে বসি এই তাইনের ফনা এই তাইনের রক্তকনা
বিষ ঢেলে সে চলে যাবে অন্য পুজারির কাছে কস্মিনেও আমার হবে না
চেতনার বনহিচিতায় ইন্দ্রের উছিলায় আমি করি ব্যার্থতার রাগমোচন

মঞ্চের আগে যেমন মনের উঞ্ছবৃত্তি
যাত্রা পালার ভিতরে অচিনের ডালাপালা কান্ডে সাওতাল
মুন্ডা কোল ওরাও খাসিয়াদের ঘুম পাড়ানি গল্পের বাখারি ধরে
বুক খা খা করা মন-খেমার স্বপ্নের দেশে প্রত্যেক জাত যখন
স্বতন্ত্রতা খুজে তার লগি, বৈঠা আর লাংগলে যোয়ালে জুমের নিরলে

সময় কিন্তু চিনেনা কোন একটা মুখ আরেকটা থেকে আলাদা করে

সময়ের কাছে সকল মুখই একেকটা কঙ্কালঃ সকালের ভিতর দুপুর
দপুরের ভিতর রাত্রির নিস্পত্র ত্রিকাল
যেখানে এমন কি সময়ের অসময়ের কোন শিকড়ও ছিলনা

সেখানে ইন্দ্রের পুজার ছলনাতে আমি আসলে
মনসাকে মনে করাতে চেয়েছি নগন্য হলেও আমি কিন্তু আমি
নিজের ঘরামি
কাকে পুজা দিব আর কাকে দিবনা সেই সিমা সরহদ্দে ভবের দলন যন্ত্রনা

বৃন্দ বয়ানঃ

দেখরে দেখ তাকায় তাকায় জলের আবেশে
পিপড়াগুলা ভাসে গাছ থেকে ঝরা শুকনা পাতায়
পাতারা পিপড়ারা গাছ নদি জল কিন্তু এসব কিছুই জানত না

লাভের ক্ষতির হিসাবি বেহিসাবি ঘটনা দুর্ঘটনার জুয়াচাক্কি ছয়ের ছক্কায়
আমি চেয়েছি যে মনসা জানুক যে আমি তার বিড়ম্বিত প্রেমিক দেওয়ানা

সন্তানঘাতি যে সেই কিন্তু খুলে দিবে শিকলের ঝন ঝনা

ঝন ঝনা ঝন ঝন ঝন ঝান ঝন ঝনা
ঝন ঝন ঝন ঝন ঝনা

প্রথম অঙ্কঃ প্রথম দৃশ্যঃ

বাসর ঘরঃ সবুজ পর্দাঝোলা বন্ধ জানলা-দর্জা। বইয়ের তাক, আলনা, পড়ার টেবিল, সমস্ত ঘর জুড়ে একটা এলোমেলো অবস্থা। মশারি টাঙ্গানো বিছানা থেকে নেমে, নববধুর সাজে মেয়েটা ছুটে যায় সংলগ্ন গোসলখানায়। শুন্য নিরবতা পুরন করে বমির ওয়াক ওয়াক তন্ত্রিছেড়া শব্দ। মেয়েটা আবার ঘরে ঢোকে, মাঝখানে দাড়ায়। হাতে নিল তরল ভর্তি মাঝারি আকৃতির বোতল। মেয়েটার নাম জুলেখা।

জুঃ দেয়াল ঘড়িতে রাত তিনটা
আমার হাতে নিল বেনেডিক্ট সলিউশনের বোতল।
পয়জন-বিষ! নিলে নিলে নিলক্ষয়
এই তরল আমার মায়ের বহুমুত্র রোগের মাপক।

বোতলের দিকে ও নির্নিমেষে তাকায় এবং আধোস্বরে বলেঃ

১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ৭, ৮, ৯... সেকেন্ডের কাটা ধরে ধরে
গলা বেয়ে পাকস্থলিতে একটা নিম্নমুখি চাপ
রক্তকনাদের সাথে মগজের দিকে একটা উপরমুখি আবেগ

দমকল বাহিনির ঘন্টাধ্বনি কানে পৌছানোর আগেই
দপ করে জ্বলে উঠে নিভে যাবে সব।

জুলেখা বোতলের ছিপি খুলতে যায়-

: না, না-আআআআআআআআআআআআআআআআ

মশারি ভেদ করে ছুটে আসে আর্তনাদ। আর্তনাদ অনুসরন করে বিছানা থেকে নেমে আসে সবুট সামরিক পোষাক, মাথায় বিয়ের পাগড়ি পরা এক কিশোর। বাতির অল্প আভা কিশোরের অবয়ব অচেনা, রহস্যময় করে তোলে! থমকানো জুলেখা ছিপি না খুলে বোতলটা পড়ার টেবিলে রাখে। সুইচ টিপে বাতি জ্বালায়।

জুঃ কি হে নায়েক সুবাদার ইউসুফ মিয়া
আমার আত্মহননে ভিষন আপত্তি নাকি, আছে
ভাগাড় উজাড় করা কোন প্রতিপক্ষ যুক্তি?
ইঃ সক্রেটিস কোনদিন কাউকে আত্মহত্যার পরামর্শ দেননি!
জুঃ বুড়ো হাড়ে শালার ধরেছিল ভিমরতি।
দোষি সাব্যস্ত হলে
তখনকার বিধানমতে তাকে কি প্রশ্ন করা হয় নি
কোন দন্ড পেতে চায়?
নির্বাসন চাইলে ওরা তাই দিয়ে দিত,

এবং বাদিদের রোষ হত তাতেই প্রশমিত।

না, উনি চাইলেন জনগনের অর্থ ব্যায়ে
এথেন্সের গনভবনে তাকে সসম্মানে
ভোজ দেয়া হোক।
কি, মহামান্য বিচারক, জুরিদের সাথে ঠাট্টা ইয়ার্কি,
হেমলক রস গিলেছিল নেশার খোয়ারিতে না কি?

ইঃ নেশাফেশা বকছ কি, যা নয় তা!
ওকে জানার পর এসবতো গোয়ারের মূর্খতা!
কোথাও কিছুতে তোমার বিশ্রাম নেই,
আচরনে কেমন য্যানো বেপরোয়া তিক্ততা।
জ্বলে যাবে, পুড়ে যাবে, কোন কাজ আর সম্পুর্ন হবে না।

জুঃ আমিত আমি ছাই, আমার
দাতের মাটি, মাড়ি সবাই নেশা চায়, শুধু নেশা!

নেশা বিনা কবুতরের পালক ঝরে যায়,
দেবদারু হয়ে পড়ে কবরের অবকাঠামো,
স্কেলিটন কাপা মাঘের শিত ঘিরে ধরে আমায়

এসময় জুলেখার ব্যাবহার করা একটা শাল আলনা থেকে লাফ মেরে শুন্যে উঠে যায়, সেখানে ঝুলতে থাকে!

শালঃ আমি থাকতে তোমার শিতের ভয় নেই!
জুঃ তুমিত আমার নও, বাবার!
শালঃ যে কালচক্রে
তোমার পুর্বপুরুষদের পৃথিবিতে আগমন,
তুমিই কি স্থাপন করনি সে চক্রের শুক্রকিট
নিজের মাতৃজরায়ুতে?

শাল আলনাতে ফিরে যায়।ক্লান্ত জুলেখা বসে পড়ে পড়ার টেবিলের পাশে রাখা মোড়ায়।

জুঃ রাতের ফুটপাতে কানা ফকির
ভিক্ষা চায় অথচ একটা পয়সাও দেই না!

ইঃ যারা দেয় তারাই ওদের চোখে
ঠুলি পরিয়ে কানা করে দেয়।

জুলেখা বসা অবস্থায় ঘোরে, ইউসুফকে ছুতে চায়, ছোওয়া হয় না। ঘরের যাবতিয় কাঠের আসবাবপত্র খটাখট শব্দে নড়ে ওঠে।আসবাব পত্রের পেছন থেকে, খালি পায়ে রক্তাক্ত

সামরিক পোষাক পরা কয়েকটা মুর্তি বেরিয়ে আসে। আলো ধিরে ধিরে কমে।

প্রথম অঙ্কঃ দ্বিতিয় দৃশ্যঃ

একটা উচু দেয়াল। এক সারি সৈনিক। দেয়ালের দিকে মুখ। দর্শকদের দিকে পিঠ।

সুবাদার ইউসুফ মিয়া ঘুরে ঘুরে মন্ত্রচ্চারনের ভঙ্গিতে নিচের বয়ান পেষ করবার সময়,
জুলেখা একটা স্পট লাইটের নিচে নববধুর বেশ থেকে সবুট, সামরিক অফিসারের
ইউনিফর্ম পরতে থাকে। আরেকটা স্পটের নিচে বয়ানের বৃত্তান্তের মুখাভিনয় চলতে থাকে। বয়ান পাঠে অন্যান্য সৈনিকেরাও যোগ দেয়!

দ্বিতিয় বয়ানঃ নিচের কাপ্লেটগুলা দুই জোড়ায় ভাগ করে, দু'জন কুশিলব মুখোমুখি হাতে গোলাপের ডাল সহ ফুল ধরে অভিনয় করবে।

জটিলতা যত ঘন
পাপড়ির রং তত প্রগাঢ় উজাড়

গোলাপের কাটা হলো গোলাপের জটিলতা
জন্মক্ষনে তা জেনে লর্ড কর্নেল দর্পন খান

ফুলেল সংক্রান্তির স্লোক-সামরিক বিজ্ঞানের
সালোক ত্বত্ত্ব তলাশে লেডি দর্পিনিকে ভালবেসেও

বাসরের বিছানায় তার পাশে নিজে না শুয়ে
বালিশে আলগোছে রেখেছিলেন ঝকমকে পদবির তকমা

না কি অধ্যাপকের ছানিকাটা চশমা?
কারন, কৌমার্জ হারাবার আগেই খান সাহেব গুলিয়ে ফেলেছেন
ব্রক্ষচর্য, গার্হস্থ এবং বানপ্রস্থ প্রতিকগুলোর
স্থাবর অস্থাবর লেনদেনের যোগাযোগ সুত্র-

ইতিহাসের রাশি রাশি ফাশদড়ি কাঠে
লটকানো লর্ড কর্নেলের উর্দি খুলতেই

খান ই খানান ভোগেন উচ্চ রক্তচাপ বেধড়ক
নিজেকে একইসাথে ভাবেন মার্ক্সবাদের অধ্যাপক এবং ইসলামের যাজক

অর্ধাংগ ঠোটের এক কোনায় বিড়বিড়ায়ে নিজেকে অভিষাপ দেন
আরেক কোনায় লালচের লালা গড়ায় গড়ায়

লালায় লেপ্টানো জরিদার খিরকার বুক পেটে বগলতলাতে
আস্লেষের চুমাচুমি শেষে ধর্শন'কে মুতাজিলা বিবাহ হিশাবে
দেখাবার খায়েশে

জান বাচানোর আখেরি বিলাসে লেডি জুলেখা তা হাড়ে হাড়ে বোঝে
আতর ও ইতরের মাঝামাঝি সন্ত্রাসের তাস বাটাবাটি

পরজিবনের লাশ কাটাকাটি ঘরে লর্ড কর্নেল দর্পন খান
আসলে মিথ্যাচারের কুফরি কালাম
রসের উসিলায় রংচঙ্গে প্লাস্টিকের খেলনা গোলাপ জাম
মানে ডিল্ডো-মানে নকল ধন
কিন্তু শতাংশে পুরুষ এবং ইশ্বরের আদল

বাইরের একটা কাটা কাটা যুক্তি যুক্তি ভাব
ভিতরের জটিলটাগুলা স্বার্থপরের স্বমেহন

আগা মোটা গোড়া চিকন ব্যার্থ রমনের
ধ্বজভংগ ফটিলতা-বাসনার উভচর ব্যার্থতা ঢাকতে

ধর্মাধর্মের নামে বনমানুষের হাতে বনমানুষ হত্যা
আর আহাজারিঃ কোথায় আমাদের আশ কোথায় আমাদের কাটা
কোথায় আমাদের আশ কোথায় আমাদের কাটা
কোথায় ইউসুফ হাবিলদারের লাশ কোথায় আমাদের জুলেখার বাস্তুভিটা

এটেনশান, এটেনশান...

জুলেখা পুরাদস্তর সামরিক অফিসার হিশাবে দাড়ানো। মাথায় সর্পাকৃতি উশ্নিষ!
নায়েক সুবাদার একজন সৈনিককে ঘাড় ধরে ঘোরায়।

নায়েক সুবাদারঃ নাম?
সঃ নামত দিয়েছি স্যার।
নাসুঃ নাম?
সঃ নামত দিয়েছি স্যার।
নাসুঃ নাম?

জুলেখাঃ এভাবে হবে না।জিজ্ঞেস করো অভ্যুথ্যানের সময় কোন রঙের ফেট্টি পরা ছিল!

নাসুঃ কোন রঙের ফেট্টি ছিল মাথায়?
সঃ নিল!

এভাবে ৩ জন বলে লাল, ৩ জন বলে সবুজ, ২ জন হলুদ।

নাসুঃ এই তোর কান কোথায়?
সঃ চিলে নিয়ে গেছে, স্যার।
জুলেখা হেটে কান ওপড়ানো সৈনিকের কাছে যায়।
: কে তোমার কান নিয়ে গেছে সেপাই?
: চিলে, স্যার।
: বাজে কথা রাখো।কে তোমার কান উপড়েছে?
: চিলে, স্যার।

: চিলটার নাম কি সেপাই?
: কোন নেমব্যাজ ছিল না স্যার। কোন পদবি-ব্যাজও ছিল না স্যার।
: ওটা যে দাড়কাক না, শকুন না, কাকাতুয়া না তা কিভাবে নিশ্চিত হলে?
: ওটা চিল ছিল স্যার!

: নায়েক সুবাদার, পাখিতত্ত্ব বিভাগে ফোন লাগাও। এদেশের মানুষের গোনাগুন্তিতে ভুল আছে! কিন্তু কোথায় কয়টা চিল আছে তা আমাদের নখদর্পনে। প্রত্যক'টা চিলের গলায় ও পায়ে ট্যাগ মারা আছে। সেপাই ভাইদের কান উপড়ে নেয়া চিলটার হদিশ চাই আমরা! সত্যাসত্যের উদ্ঘাটন চাই!
নাসুঃ ঠিক বলেছেন স্যার। এদেশের প্রত্যেকটা চিল স্যার উচুদরের প্রশিক্ষিত চিল স্যার। উপরে উড়বার সময় য্যামন, তেমনি নিচে নেমে আসবার সময় তারা রেওয়াজ মাফিক নাম ঘোষনা করেন। কান, চোখ, নাক যাই ওপড়াক আমাদের চিলেরা তাদের নাম জারি করবেই।
জুঃ বোঝা যাচ্ছে একটা নষ্ট আপেল আছে! একটা চিল নামজারি ছাড়াই কান উপড়ে নিচ্ছে সেপাই ভাইদের! আমাদের দুর্নাম রটাচ্ছে! ঐ চিলটাকে আমাদের ধরতে হবে এবং নিকাশ করতে হবে!
নাসুঃ এই সিপাইদের কি হবে স্যার?

অফিসার সুবাদারকে কাছে ডাকে এবং কানের কাছে মুখ এনে বলেঃ আগে কান কাটিয়া সেপাইকে ঘুরে দাড়াতে বলো।তারপর কমান্ড করো, 'সেপাহি মহিবুল ইসলাম ঘুরে দাড়া'!

নাসুঃ সিপাই মইবুল ইসলাম ঘুরে দাড়া!

৭ জন সেপাহি একসাথে ঘুরে দাড়ায়। জুলেখা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে! হাসতে, হাসতে অফিসার পেট চেপে ধরে বসে পড়েঃ আমি জানতাম, আমি জানতাম...

নায়েব সুবাদার, সত্যি সত্যি এদের সবার নাম মহিবুল ইসলাম! এমন না যে আসল
মহিবুল ইসলামকে লুকাতে একযোগে এরা সবাই মহিবুল ইসলাম হয়ে গেছে! এ নিয়ে কয়জন মহিবুল ইসলাম পাওয়া গেল?

নাসুঃ এক হাজার সাতশ তেষট্টি জন স্যার।
জুঃ আর সবার এক কান ওপড়ানো?
নাসুঃ সবার এক কান ওপড়ানো স্যার!
জুঃ আর সবাই বলছে কান চিলে নিয়ে গেছে!
নাসুঃ সবাই বলছে কান চিলে নিয়ে গেছে স্যার।
জুঃ শাট আপ নায়েক সুবাদার। শাট দা ফাক আপ! বিধিবধ্বভাবে প্রত্যেক মহিবুল ইসলামকে অভিযোগপত্র দাখিল করতে বলো।
নাসুঃ লাভ নাই স্যার, ওদের আঙ্গুলও নিয়ে গেছে স্যার। একজনের একটাও আঙ্গুল অবশিষ্ট নাই স্যার। শুধু ব্যান্ডেজ বাধা থাবা স্যার!

সেপাহিরা স্বমস্বরেঃ আমাদেরকে এখানে ফজর ওয়াক্ত থেকে বসিয়ে রাখা হয়েছে!
এখন এষা পার!

জুলেখাঃ নায়েব সুবাদার এদিকে শোনো!

নাসুঃ হাজির লেডি কর্নেল।
জুঃ আমি এখন নিশ্চিত চিলটা কাহারা?
নাসুঃ কাহারা!
জুঃ তুমিও জান!
নাসুঃচআমি জানি!
জুঃ হ্যা, তুমি জানো! বলো কাহারা আমদের কাছাকাছি আসতে চায়, কিন্তু অন্যদের বোঝায় যে তাহারা আমাদের চায় না!
নাসুঃ কিন্তু ওনারা কি এই পরিমান রেগে যাবেন যে এরকমটা করবেন!
জুঃ হ্যা ওদের ভুতে পাওয়া অবস্থা।
বিঃ কিন্তু লেডি কর্নেল, আমাদের কি ভুল হচ্ছে না!
জুঃ না কোন ভুল নেই এতে! ইন্দ্রের চেলা চাদ সদাগরেরে বেশে চিলের উসিলাতে
স্থপতিরা নেমে এসেছে আমার পুজারিদের নাক কান চোখ ওপড়াতে
নাসুঃ স্থপতিরা? মানে স্থপতিরা? মানে যারা উচু উচু ভবনগুলার নক্সা বানায়?
জুঃ হ্যা স্থপতিরা! নায়েক সুবেদার সিপাহিদের উর্দি খোলো!
নাসুঃ খুলছি। ম্যাডাম এদের শরির পুরাটা ব্যান্ডেজ জড়ানো!
জুঃ দেখলেত এবার! যা ভেবেছিলাম তাই! উচু উচু ভবন বানাতে গিয়ে এরা সবাই উপর থেকে পড়ে গিয়ে অনেক আগেই হাত পা ভেঙ্গেছে! যারা বেচে গিয়ে কোনরকমে চলতে পারে তাদেরকেই উর্দি পরায়ে দিয়ে সিপাহির আদল দেয়া হয়েছে!
নাসুঃ চিলতত্ত্ব খুব জটিলতত্ত্ব তাহলে!
জুঃ হ্যা, হ্যা, একেকটা উচু উচু ভবন তৈরি হচ্ছে।
নির্মান কাজ শেষ হবার সাথে সাথে ওস্তাগার, কুলি, কামলাদের ঠেলে নিচে ফেলে দেয়া হচ্ছে! এদের কোন জীবন বিমা নাই!
চিল মানেই স্থপতিরা! গার্মেন্টসের কারখানা থেকে জিবনের সমস্ত

জেলখানায়ঃ
শিশুর দোলনা থেকে মরার খাটিয়া অব্দি সবখানেই এই স্থপতিদের ডানা ছড়ানো!
নাসুঃ খুবই জটিল!
জুঃহ্যা, হ্যা স্থাপত্য ব্যাপারটা খুবই জটিল!
কালো কালো টাকা পয়সার লাল গোলাপি পৈষাচিক গরমিল!

সৈনিকেরা জুলেখার চারপাশে ঘুরে মন্দ্রস্বরে গায়ঃ

জুলেখার পরানে মেঘ গুর গুর করে মেঘে ছোবল মারে

ইউসুফ জাগিয়া দেখে জুলেখা নাই আর পাশে
রাঙ্গা বৌয়ের ভাংগা বুকের পরে
জল থৈ থৈ করে আবার জলে ছোবল মারে
ইউসুফ যায় কালনিদে কোন গাঙ্গে জুলেখা ভাসে

আলো কমে আসে

প্রথম অঙ্কঃ তৃতিয় দৃশ্যঃ

ইদের চাদাকৃতি লাইটপোস্টের নিচে দরমার বেড়ার ড্রাগডেন

জুলেখাঃ
উফ কি বিভতস
লাইটপোস্টের আলো ঘিরে পতংগ-কিটের ঝাক
অমাবস্যা প্রেতযোনিদের মত নাচছে উন্মত্ত উদ্বাহু।
য্যানো তপ্ত লোহার কড়াইয়ে আত্মাহুতি দিচ্ছে।
এইসব দলন নির্জাতন কি আমারি অবচেতনে তৈরি কোন মনোগত দৃশ্য
প্রতিফলিত হ'লো আজ চোখের সামনে?

ড্রাগডেনের অন্যান্যরাঃ
মনোযোগ দিয়ে তাকাও, শুনে নাও

জুঃ শুনছি, কোথায় কোন বিষন্ন কুকুরের ডাক
খুবলে দিচ্ছে রাতের নিকষ হিমেল মৌচাক

অন্যান্যরাঃ আরো মনোযোগি হও,
উপরে তাকাও, স্থির হয়ে শোনার চেষ্টা করো।
জেনে নাও কার উদ্দেশ্য অনুকুল,
আর কার উদ্দেশ্য প্রতিকুল?

জুঃ হ্যা, এখন শুনতে পাচ্ছি
কারা য্যানো উপরে, অনেক উপরে কথা বলছে।
কথাত নয়, য্যানো ফিশফাশ ষড়যন্ত্র

লাইটপোস্টের চাদঃ
আত্মহত্যাই জুলেখার উচিত কাজ হবে
মরাকোটালে ভরাকোটালে আমি নিয়ন্ত্রন করি
নিল, গঙ্গা, ভারতসহ সমস্ত নদ-নদি, সমুদ্রের স্রোত।
আরেকটু ক্ষমতা পেলে জুলেখাসহ সমস্ত নগরবধুর

মৃত্যু ঘটাতাম অপঘাতে! জন্মমুহুর্তের গুনাগারি হালখাতা
চিরতরে নিকাশ নিতাম দৈবপুরানের শবেবরাতে!

গাঞ্জুট্টি, হিরনচিরাঃ
মিথ্যুক, মহামিথ্যুক কুত্তি কাহিকা!
রোয়া ওঠা চান্দু-চিকাটাকে নিয়ে প্রাচিনেরা মাতলামি করেছেন বটে!
কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে জুলেখা
চান্দুমামাকে ছুয়ে হননের গান গেয়ে ছুচোর গন্ধ ল্যাপ্টাবেনা হাতে!
হনন ও জিবনের মাঝখানে
যেখানে মানুষ আর কোন তুলনায় তুলনিয় নয়
যেখানে মানুষ আর কোন উপমায় উপমিত নয়
উতপ্রেক্ষাবিহিন একেবারে নিসংগ অথচ সম্পন্নতার এক অনাদি প্রতিফলক,
এক ঝলক বাতাস, হুতাশ মেটায় কিন্তু কোথা থেকে এলো কেউ তা জানে
না

নায়েব সুবাদার জটলা থেকে উঠে দাড়ায়,

ইউসুফঃ প্রতি গ্রিস্মে আমি তোমার দেহরক্ষি হব,
শিতরাতে তোমার ঘরে সাহারা বানাবো।

মাতালেরাঃ
একি আজব অভ্যাস-
নেশু করলেই তুমি বমু কর, অসুস্থ হও!
অথচ কি ঝাঝালো সুবাস!যাও চালিয়ে যাও!

জুলেখাঃ সেত ভরপুর হলে অর্পিত আমেজে

আমিত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়!

শিকারির তাড়া খেয়ে উটপাখির মতো
মুখ গুজেছি বালুতে!
জানি এতেও শেষ রক্ষা হবে না!
বল, বলে যাও, কোন বিশেষ পন্থা অবলম্বন
করলে ফিরে পাব আমার আমিত্ব জিবন?
সারাটা শরির এখন এক বিধ্বস্থ নেশার বাজার
আত্মহনন ছাড়া কি আছে বিকল্প আমার!

মাতালেরাঃ
তোমার প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব নাই!
আমরা সবকিছুতে মজা মারতে চাই!
এইসব মরন কিচ্ছামিচ্ছা একদম শুনতে চাই না!

ইউসুফঃ
ঠান্ডাইয়ের নুন, চিনি, জল,

পচাইর প্রোটিন, ভিটামিন অনেকতো খেলে
আত্মহত্যার ইচ্ছা ছাড়া অন্য কি পেলে?

জুঃ কিছু যে পাই নাই তা অবস্য নয়!
তবে জ্ঞাতসারে কখনো কিছু চাই নাই!

ইঃ নতুন কথা শোনালে!আচ্ছা অজ্ঞাতে কি পেলে তাই ব'লো!

জুঃ সর্বাগ্রে আচ্ছন্নতা,
রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ পলকা থেকে ঘন অভিমান হয়ে যায়,
অতিরিক্ত খুতপিপাসা, ভালবাসার প্রচন্ড হাহাকার,
তিব্র এক অভাববোধ, কাঙ্গালপনা, ছিনালি,
পরস্বহরন প্রবণতা, কখনো মনে হয় বৃধ্বি পাচ্ছে মানষিক ক্ষ্মতা,
আবার কখনো ক্ষ্মতা দুরে থাক, মনুষ্যত্ব নিয়ে রিতিমত টানাটানি,
সবশেষে আসে অতিপ্রাকৃত কোন বিচ্ছিন্ন জলমগ্নতা

ঝড়ের শব্দ হয়, প্লাবনের শব্দ হয়...
প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতিয় অঙ্ক
প্রথম দৃশ্যঃ বসার ঘরঃ

জুলেখাঃ নেন খুলেন!
ইউসুফ মিয়াঃ খুলবো মানে?
জুঃ মানে কাপড় খুলেন! একদম ভিজে গেছেন!
ইঃ তা বুঝলাম। কিন্তু খুললে পরবো কি?
জুঃ আমার জিন্স দিচ্ছি। আমার টি-শার্টও আপনার গায়ে লেগে যাবে!
নেন, এই যে টাওয়েল।
ইঃ ঠিক আছে, আপনি একটু অন্য ঘরে যান।
জুঃ না, আমার সামনেই খোলেন।
ইঃ মর জ্বালা, আপনের সামনে ক্যান?
জুঃ আপনি যদি নিজেকে ভুলে যান! মানে লেংটো হবার পর
যদি ভুলে যান আপনি অন্যের বসার ঘরে। আর আপনি ভুলে গেলে আমি
আর এই ঘরে
আসতে পারবো না। মানে আপনি আমার সামনে নেংটো হওয়া এক
ব্যাপার!
এটা আমরা ঘরের মানুষ! কিন্তু আমি ঘর ছেড়ে চলে গেলেই আপনি পর
পুরুষ
হয়ে যাবেন। নেন খুলেন। সবকিছু খুলেন।
ইঃ যুক্তিবান কথা! এত যুক্তি নিয়ে ঘুমান কেমনে?আচ্ছা খুলছি।
জানালার পর্দাগুলো টেনে দিলে হয় না!
জুঃ না এটা রিপোর্টারদের পাড়া। আমরা সবাই একজন, আরেকজনের
ঘরে কি হচ্ছে একে অন্যকে জানাই। ট্রান্সপারেন্সি আর কি!
আমার দিকে আপনার নাদুশ পাছাটা দিয়ে, নুদুশ ধনাত্মক দিকটা
জানালার দিকেই রাখেন!

ইঃঅবাধ তথ্য প্রবাহ। ভালো।
জুঃ ভালো ধরেছেন। কই খুলছেন না কেন?
ইঃ না খুলবনা। আপনি বললেন আর খুলে ফেল্লাম! এত সহজ!
তারপর রিপোর্টাররা পাড়া মাত করে চ্যাচাবে, ইউসুফ মিয়া মেয়রকে
জুলেখা দাস্তগিরের বসার ঘরে উদোম দাড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে!
জুঃরাগত স্বরেঃ আপনি উদোম দাড়িয়ে থাকবেন না! কায়দামত
টাওয়েলে গা মুছলে কখনোই কাউকে পুরো নেংটো দেখা যায় না!
এটাও শেখেন নি! যত্তসব! ন্যাকামি!
ইঃ এই যে এখন খামাখা রেগে যাচ্ছেন! আমার ঠান্ডা ধরে যাচ্ছে।
খুলেই ফেলি। আমাকে গোসলখানাটা দেখায়ে দেন। ভিজা কাপড়্গুলা রেখে
আসি।
তবে আপনার ঐ কথাটা সারবান! ঐ যে অন্যঘরে গেলে পরপুরুষ হয়ে
যাব!

জুঃ নিকুচি করি সারবানের! খুল বলছি খুল। এইখানেই তোকে সব খুলতে
হবে।

জুলেখা দড়াম ঘুশি মেরে বসে ইউসুফের মুখে। ইউসুফ মাটিতে পড়ে যায়।
জুলেখা ইউসুফকে লাথাতে থাকে। লাথালাথি শেষে জুলেখা হাপাতে থাকে।
ইউসুফ কোকাতে থাকে। জুলেখা টেনে ছেড়ে ফেলে ইউসুফের শার্ট!

একটা সোফা টেনে ইউসুফকে বসায় জুলেখা! ইউসুফ নাক থ্যাতলানো
মনে হয়!
মুখভর্তি রক্ত! ভ্রু কেটে চোখ বেয়ে রক্ত পড়ছে! জুলেখা ইউসুফের মুখে,
বুকে
নিজের মুখ ঘষতে থাকে!

জুঃ আমি জানিতাম, আমি জনিতাম তুই আমাদের পরানের চাদ সদাগর
তোর ঘাড়জুড়ে আমার ফনার উল্কি আহা কি সুন্দর আহা কি সুন্দর

দ্বিতিয় অঙ্কঃ দ্বিতিয় দৃশ্যঃ বসার ঘর

**জুলেখার সাথে এক নতুন পুরুষ! কোমরে শুধু টাওয়েল জড়ানো!
জুলেখা একে চাদ সদাগর বলে সম্বোধন করবে।**

চাদঃ উফ সারাদিন যা ধকল গেল।
জুঃ চা করে আনি!
চাদঃ করেন! চা ভালো! আমার আবার ঠান্ডার ধাত!

জুলেখা চা করতে যায়! চাদ দেয়ালে ঝোলানো আয়নার দিকে হেটে যায়! নিজের ক্ষতগুলো দেখে।

জুঃ ওমা, মুখের অবস্থা এরকম হ'লো কেমনে?
চাদঃ পব্লিকের মাইরে!

জুঃগাদাফুল তুল তুল গাদাফুল তুল তুল!
চাদঃ ভাল বললেন, ক্ষতগুলা আর নাই!

হন্তদন্ত হয়ে ইউসুফকে দেখা গেল অন্য ঘর থেকে এ-ঘরে ঢুকতে! কোমরে টাওয়েল জড়ানো! টাওয়েলে রক্তের ছাপ! লোকটার চোখমুখ রক্তাক্ত!

চাদঃ এ, আপনি কে?
ইউসুফঃ ভাই, নিজের নাম, বাপের নাম সবই ভুলে গেছি!
এই যে জুলেখা আপা এবার তাহলে যাই! অফিসে না গেলে চাকরি যাবে!
হরতালের দিন! বস ভাববে, আমি সরকার বিরোধি!
যান, পোষাক পরেন। ঐ কোনায় আপনার পোষাক!

ইউসুফ ঘরের কোনায় গিয়ে পোষাক পরে! পুলিশের পোষাক!
বেল্ট, বুটের লেস বেধে উদ্ভ্রান্তের মত দাড়িয়ে থাকে!

চাদঃ বললেন, বাপের নাম ভুলে গেছেন! অফিস দেখি ঠিকই মনে আছে!
ইঃ আরে অফিস বলে কথা! বাঘে ছুলে ছত্রিশ ঘা!
আর আমার অফিসে ছুলে সে ঘা আর কক্ষনো শুকায় না!

একটা সাদা টাওয়েলে স্যাভলন ঢেলে ইউসুফের মুখের রক্ত মুছিয়ে দিয়ে,
বলেঃ যান, এইবার যান!

ইউসুফ বেরিয়ে যায়!

চাদঃ কাজটা ভাল করেন নাই!পুলিশ পিটানি!
উনিত মনে হয় বড় অফিসার!
জুঃ ঢাকার কমিশনার!
চাদঃ না একেবারেই ভাল করেন নাই! পুলিশ পিটাইলেন!
জুঃ নেন এই যে ওনার নাম্বার! ফোন করেন!
জিজ্ঞেস করেন, কাজটা খারাপ না ভালো করেছি!
চাঃ হ্যালো, হ্যালো আমি চাদমিয়া মেয়র! একটু আগে জুলেখা ম্যাডামের

ফ্ল্যাটে আপনার সাথে দেখা! ভাল আছেন?
ইঃ ভালো, মানে খুবই ভালো! বাবা, মায়ের নাম আবার মনে পড়েছে!
বিশেষ কোন কাজে ফোন করলেন না কি?
চাঃ না মানে, জুলেখা ম্যাডাম এইসব পিটাপিটি করছেন!
তার ওপর পুলিশ পিটানি! আমি যা তা মানুষ!
কিন্তু পুলিশ পিটানিটা কি ভাল?
ইঃ ওটা নিয়ে ভাববেন না! যার যার ব্যপার তার তার!
এনিওয়ে, আমাকে পিটুনির সময় আমার পরনে ইউনিফর্ম ছিলো না!
বুঝলেনত! এবার রাখি! গুড লাক!

জুঃ কি বুঝলেন?
চাঃ পোষাক পরলে পুলিশ! খুলে ফেললে আর সে পুলিশ নয়!
জুঃ বুঝলেন যখন, খুলেন না কেন?
চাঃ না খুলবনা! খুল্লেতো আরো মাইর দিবেন!
জুঃ নেন, আবার ফোন করেন।
চাঃ হ্যালো, পুলিশ ভাই, পোষাক খুললে কি আরো মাইর দিবে না কি?
ইঃসেটা নির্ভর করে আপনার টেম্পারেচারের ওপর!
চাঃ টেম্পারেচারের ওপর, মানে কি!

ওপর পাশ থেকে হা হা হা হাসি ভেসে আসে! আলো নিভে যায়! আলো বাড়লে দেখা যায়
জুলেখা পোষাক বদলে নার্সের সাদা পোষাক পরছে!ফনার মুকুট নার্সের সাদা ক্যাপে ঢাকছে!
চাদের দিকে এগিয়ে যায়!
স্ট্যাট বুকে বসায় বলেঃ আহা কি ধুক পুক, কি ধুক পুক!
মুখ খুলেন।

চাদ মুখ খুললে জুলেখা একটা থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দেয়!
তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকায় থাকে। ১ মিনিট!
তারপর থার্মোমিটার বের করে তাতে তাকিয়ে বলেঃ খুব তপ্ত, খুবই তপ্ত!

চাঃ কত তপ্ত? কত তপ্ত? হ্যা সকাল থেকেই গা'টা ম্যাজ ম্যাজ করছিল!
কত টেম্পারেচার?

জুঃকানে কানে বলি?
চাঃবলেন!

জুলেখা চাদের কানের কাছে ঠোট আনে, সময় নিয়ে জিব বের করে ঠোট চাটে,
চাদের কানও চাটে! তারপর ফিশফিশিয়ে বলেঃ খুব তপ্ত, খুব তপ্ত, খুব তপ্ত...

এম্পলিফাই করে এই 'খুব তপ্ত...' হলজুড়ে শোনানো হবে!
চাদ ভয়াবহ, আর্তস্বরে চিতকার করে উঠেঃ
মা গো, বাবাগো, ওরে মাগো, ওরে বাবাগো, গেলো গো...
চাদ ছিটকে সরে যায় জুলেখা থেকে!ঘরময় দৌড়াতে থাকে! দরজার কাছে গিয়ে
খোলবার চেষ্টা করে! খোলে না!প্রবল ঝাকুনিতে দরজার কড়া খুলে যায়!
জুলেখা কাছে আসে, মুখে রক্ত, হাসি মুখে বলে, নেন ফোন করেন!

চাঃ পুলিশ ভাই, জুলেখা ম্যাডাম আমার কান কামড়ে দিয়েছে!লতি ছিড়ে গেছে!
দরজাও বন্ধ!
পুঃ তাহলেত খুব তপ্ত অবস্থা!খুবই তপ্ত!
চাঃ হ্যা, হ্যা খুবই তপ্ত! আমার ব্রেন গলে যাচ্ছে ভাই! ব্রেন গলে যাচ্ছে!
পুঃ সরি ভাই। ওটা আমার ভুল। না, না ভুল না! আমি জানতাম উনি কোথায় চাবি রাখেন! ঐ চাবি খুজতেই আমি গিয়েছিলাম! আমি'ই বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়েছি!
চাঃ উনি কি জানেন?
পুঃ জানেন, অবস্যই জানেন! রিপোর্টাররা সব জানেন।
সরি, মেয়র সাহেব ঐ ফ্ল্যাটের তালা আর খোলা হবে না!
চাঃ তাহলে আমি বের হবো কিভাবে?
পুঃ সরি ভাই!সর, সরি, সরি...

জুলেখা চাদের কাছে আগায় আসে, শান্তস্বরে বলেঃ
এই যে আপনার কানের লতি! আসেন সুই সুতা দিয়ে আগের জায়গাতে বসায়ে দেই!

ম্যাচের কাঠি জ্বালায় সুই জিবানুমুক্ত করা হয়। জুলেখা চাদের ছেড়া কানের লতি সিলায়ে দেয়!

জুঃ ঐ গল্পটা জানেন? ঐ যে একটা সুলতান স্বপ্নে একটা দানবিয় পতুলাকে দেখেছিল! সুলতান সেই পুতুলার হদিশ পাবার জন্য পেরেশান! পুতুলাও ফাজিলের হদ্দ!সে খালি পালায়ে বেড়ায়! দুদ্দাড়া পালানোর সময় সে সাগরের সাথে জাহাজ সিলাই করে দেয়; রেললাইনের সাথে রেলগাড়িকে ফুড়ে দেয়;

আকাশের সাথে ফুড়ে সিলিয়ে দেয় উড়োজাহাজ! পুতুলার তলাশে সুলতান বানালো এক উড়ন্ত হাতি! হাতির হাওদায় চড়ে সুলতান যায়, পুতুলাও পালায়! আমিও কি সেই স্বপ্নের পুতুলা?

চাঃ পুতুলা কি না জানিনা!তবে আপনি মানবির চেয়ে যে বেশি দানবি তার ঠাওর পাই! পুলিশ ভাই আমাদের ওপর অবস্য এক হাত নিলেন! উনি জানালেন যে এই ফ্ল্যাট থেকে আর আপনাকে বের হতে দেবে না!
বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়েছে!
জুঃ স্টুপিড! আপনাকে আমি কুড়াল এনে দিচ্ছি!

কুড়াল দিয়ে চাদ দরজাটা ভাঙ্গে!দরজার ওপারে নিরেট ইস্পাত!

চাঃ বলেছিলাম না, পুলিশ পিটায় ভালো করেন নাই!
জুঃ জানলা গলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ব!
চাঃ ম্যাডাম এটা এগারোতলার ফ্ল্যাট!
জুঃ ভাবনার বিষয়! দোতালার ফ্ল্যাট ভেবে লাফ দিলেই হবে।
কিন্তু আসল কাজের কি হলো? আপনি এখনো কাপড়, চোপড় খুলছেন না যে!
চাঃ খুলছি, খুলছি!

চাদ সাত তাড়াতাড়ি সব কাপড়চোপড় খুলে ফেলে!

তৃতিয় দৃশ্যঃ শোবার ঘরঃ

উলংগ চাদ খাটের কিনারে বসে আছে! জুলেখা খাটের পাশে আর্ম চেয়ারে বসে উল বুনছে!

চাঃ এই ঘরটা খুব সুন্দর! বিছানার চাদর, বালিশের কভার কি বাহারি! জানালার পর্দাটাও কি নরম স্বচ্ছ নিল! রুচির তারিফ না করে পারলাম না!
জুঃ ধন্যবাদ! সারদিনের ধকল গেছে আপনার ওপর! চাদরের তলে ঢুকে গা গরম করেন! আমি গরম দুধ এনে দিচ্ছি! দুধের সাথেত আপনিত গুড় খান, তাই না!
চাঃ এত কিছু মনে রেখেছেন!
জুঃ কাস্টমার সার্ভিস'রে ভাই! কাস্টমার সার্ভিস! রিপোর্টারদের সব মনে না রাখলে চলে! যাই আপনার দুধ নিয়ে আসি!

দ্বিতিয় অঙ্ক সমাপ্ত

তৃতিয় অঙ্কঃ বৃন্দ বয়ানঃ

জুলেখা তুই আমাদের ইটখোলার
খালু খালা পায়জামা ঢিলা টুপি টাইট
কাইত চিত স্মৃতিভংশ একান্নবর্তি প্রিতিছিন্ন লতায় ভাজা
ভিটিখোলার টেরাকোটা প্রিতিলতা-সন্ত্রাসে
ঘাস থেকে ঘাসে ভিতরের লালে বাইরের সবুজে
মানে ক্ষেত ফাটানো মৌসুমের তরমুজে
ইষত হলুদ ইষত গোলাপিতে
চন্দ্রাবতির পুলকা পুলকি

ঐ রে ছুকরি তুই কাঠালির চম্পা
দানবির পরান ফাটায় বাজ়ারে
বাজা আব্দুল আলিমের ছোট তরফের গান

শিল্পি সুলতান এক ধাক্কায় একে ফেললেন
জ্বলে পুড়ে দাউ দাউ
পুরা এক লুসাইর পাহাড়
ঘাড় গর্দান হাত পা মাথা সমেত
জুম্ম-জুলেখাদের বড় হতে যা যা লাগে
মানে বুক পেট মুখের বুলি
আর তলপেটের ভরাকোটালি
মরাকোটালি উথালির ক্ষুধা

সে ক্ষুধায় সাদা সাদা কুয়াসার কষ
ঝরে আর তারস্বরে চেচায়ঃ চম্পা নগর হে
চম্পা নগর রে চিনিচিম্পা হে
চিনিচম্পা রে আমি জানিরে তুই জুলেখারে
রগ কাটাকাটির বরকন্দাজেরা তোকে
কঠিন চক্করে ফেলেছে রে
সুইভেল চেয়ারের নৈর্ব্যাক্তিকতায়
খালি ঘোরায় পেচায় ফেনায়
মউত কি গোলাতে মেতে বিমুর্তবাজ হোন্ডারোহি
আর আর আবৃতিকার যত

আমাদের চিনিচম্পা জুলেখাদের মুখে
ছুড়ে মারে রুপসি বাংলার দলা

বি'জে'পির য্যামন কালির কল্লা, জামাতিদের ওয়াল্লা, ওয়াল্লা
এই দলও শব্দকে মন্ত্রাচ্ছন্নতায় ঘোরায়
এমনকি ঘোরও লাগায় কিন্তু পরমাত্মার তাপাঙ্কে
পারদ লটকায় থাকে একই বিন্দুতে
বস্তু আর বাস্তুর ভিতর কোন সঙ্ঘাত ঘটেনা
ভেসজ উদ্যেশ্য-নিরপেক্ষতাকে এরা বলে বোধের জল্পনা

জুলেখা কোথায় খুজবিরে তুই
ময়মনসিং গিতিকায় কশানো সোয়াদি কলার থোড়
এই থোড় বড়ি খাড়া খাবলাখাবলির
নিউরোলজিকাল বিকট এই মুখ ব্যাদানের পিছে নিশ্চয়
অনেক দিনের চোখকে মন ঠারা যাজকিয় পাঠের দ্বিমাত্রিক বিস্ময়
তা না হলে কিভাবে সাদা কালোর বাইরে
রংধনুর স্পেক্ট্রামের বদলে
বিবর্ন ফ্যাকাশে ধুসরতার মনটোন পাল খোলে
পষ্টাপষ্টি বলিঃ বিপ্লব আর শুধ্বস্বরের নামে
স্বস্তিকা উলটানো আত্মার জন্মান্ধ জল্লাদখানা
সিমারের মতই এইসব ইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা কখনোই হাসে না

লালনের নিষ্ঠায় পিপড়াদের প্রিয়তায় তুই বার বার মুর্ত
চিনির দলা এবং চম্পাদের সাথে সমকামি সঙ্গমে তুই
গগ্যার তাহিতি দ্বিপে প্রিতি এবং সম্প্রিতির তাবত প্রব্লেমঃ
প্রেম এবং প্রব্লেম

তৃতিয় অঙ্কঃ প্রথম দৃশ্যঃ

মঞ্চে একটা বিশাল পাল তোলা নৌকা। একটা টাওয়ার ভবনের পাশে নৌকাটা নোঙ্গর করা। এগারোতলার একটা জানালা থেকে একটা সিড়ি নৌকাতে নেমে এসেছে। সিড়ি বেয়ে জুলেখা, চাদ মিয়া মেয়র'কে নৌকাতে নামতে দেখা যায়। ওদেরকে নৌকায় স্বাগত জানায় পুলিশের পোষাক পরা আগের অফিসারটা যে জুলেখার বাসা থেকে চাদ মিয়া মেয়র আসবার আগে বারায়ে গেছিল। স্পটের আলো পুলিশ ও মেয়রের উপর।

পুঃ হ্যা, জুলেখা আর আমি জানতাম যে বান আসছে।
মেঃ উনি কি আপনার সহধর্মিনি?
পুঃ এক রকমের!
মেঃ এক রকমের মানে?
পুঃ পুলিশে, রিপোর্টারে যেরকম দাম্পত্য হয় বাংলাদেশে সেরকম আর কি!
মেঃ তাজিব কান্ড! দেখলাম দরজার বাইরে ইস্পাতের বেরিকেড! এগারোতলার থেকে লাফ মারাও সম্ভব না! ভালো সময়েই বান আসলো! কিন্তু উনি এইরকম রক্তারক্তি করলো কেন?
পুঃ ওহ, ওটা শুদ্ধিকরন! জুলেখার দাতে একটা বিশেষ বিষ আছে! কানের লতি দিয়ে ওটা তড়িত কাজ করে! এখন তির না দেখা অব্দি আমাদের নৌকা বাইতে হবে। জরুরি অবস্থাতে ঐ বিশেষ বিষ বিশেষ তাকত দেবে!
মেঃ আমার বৌ আর দুই ছেলে, মেয়েকে কি একটু উধ্বারের চেষ্টা করবেন?
পুঃ কোন ভয় নাই! মান্যগন্যদের নিকট জন'দের আমরা আগেই উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এসেছি। একেবারে টেইলার মেইড কাস্টমাইজড অবস্থা! শুক্রবারের ইবাদতের চেম্বার, বুধবারে বুধ্ব পুর্নিমার চেম্বার...যার যেরকম খায়েস সেরকম বেয়াম, অতিবেয়ামের পর রক্ত স্বল্পতা দেখা দিলে তার জন্য ব্লাড ব্যাঙ্ক; বির্জ যাদের পাতলা তাদের জন্য বির্জ ব্যাঙ্ক...সমস্ত সুবিধার তুমুল বন্দবোস্ত এখানে রাখা হয়েছে মেয়র ভাই!কোন চিন্তা নাই!

৭ নম্বর কেবিনে চলে যান! বৌ, বাল-বাচ্চা সবাইকে পেয়ে যাবেন!
(প্রতি বাক্যের শেষে মেয়র শেষ দুটা বাক্য রিপিট করবে এবং সাবাশ, সাবাশ বলবে!)

দ্বিতিয় দৃশ্যঃ

নৌকা চলছে। একটা বড় ঘরে থাকে, থাকে, তাকে, তাকে হাজার, হাজার টবে রাখা চারা গাছ! জুলেখা ঘুরে, ঘুরে গাছে পানি দিচ্ছে ঝাজরি কল দিয়ে। সাথে এক কিশোর!

জুঃ তাহলে তুমি হলে গিয়ে চাদ মিয়া মেয়রের ছেলে!
কিশোরঃ জি
জুঃ আমি, তুমি!চাদ মিয়া মেয়র, তোমার বোন, তোমার মা! পুলিশের বড় কর্তা!তাহলে পুরা জাহাজটাতে ৩ জন পুরুষ, ৩ জন মেয়ে!
কিঃ আরো দু'জন আছে!বলধা গার্ডেনের বুড়ো মালি শ্যামল আর ওর মেয়ে!
জুঃ ওহ, তাহলে ৪জন পুরুষ, ৪ জন মেয়ে! খারাপ না, একেবারেই খারাপ না! জমে যাবে!
চার চারটা পেট! বেশ কয়েকটা ক্রশ ব্রিডিং কম্বিনেশান করা যাবে! শামলের বয়স কত?
কিঃ নব্বইয়ের কোঠায় প্রায়!
জুঃ তাহলেত বুড়োর জন্য আমার কিছু টোটকা বানাতে হয় রে খোকা! আমি তোরটাও পেটে ধরবো, বুড়োরটাও!
কিঃ তাহলে আন্টি, সত্যি, সত্যিই পিছনের সব ধ্বংশ হয়ে গেছে!
জুঃ হ্যা, সব সব ধ্বংশ হয়ে গেছে!আমরা এই কয়েক জনই রক্ষা পেয়েছি!

কিম্বা আমাদের এই কয়েকজনের জিনোম'কেই এই নৌকায় ওঠার সুজোগ দেয়া হয়েছে!
কিঃ এটা কিসের চারা আন্টি?
জুঃ পেপে!আসিমিনাস ত্রিলোবা!সর্ব রোগের মহৌশধ! এলোভেরার সাথে মেশালে ভালো সালশা, মানে আফ্রোডিজিয়াক!দাড়া তোকে একটা কাচা পেপে কুচি, কুচি করে মরিচ, লবন মাখিয়ে দেই!কিছুক্ষন পর দেব এলোভেরার ভর্তা!দেখবি খবর হয়ে গেছে! শ্যামল মালির জন্য অবস্য আরো বেশি কিছু লাগবে...

তৃতিয় দৃশ্যঃ

আগের দৃশ্যের কিশোর আর এক কিশোরিকে দু'পাশে নিয়ে একজন মধ্যবয়সি রমনি
কাদামাটি দিয়ে খেলনা বানাচ্ছে।পুরা সংলাপের সময় এই কাদামাটির খেলনা বানানো চলবে।

রমনিঃ উল্টায়ে বললে ভ্যান আর সাইকেলঃ
কাঠের তক্তায় চাকার বদলে বেয়ারিং বল

কিশোরিঃ শিশুবৃক্ষ বিনাশে বানান সঠিক লোকজন এত সিদ্ধহস্ত যে
রাজাদের অভিধান থেকে শিশুবৃক্ষরা কেবল শেখে আত্মহননের কৌষল

রমনিঃ বাংলার অক্ষরগুলো
এক জন আরেক জনকে ঠ্যালে জল জংলার কালবেলায়ঃ
সালোক সংশ্লেষন কঠিন শোনালেও
মুল মন্ত্রনায় তা আসলে আলো আর পানির খেলা

কিশোরঃ ১২ বছরের বালক ইশরাক পবন
ও ১০ বছরের বালিকা রাইসা শারমিন পায়েল

টবের চারাগাছদের সিনথেটিক গড়ন বাড়ন এড়ায়ে
নিজেদের ছড়ায়ে দিতে চেয়েছিল দুনিয়াবি বিস্তির্ন বাগানেঃ
কবরস্থানের বিশ্বায়ন ফেরে ভাইবোনেরাই কখনো বা লাল
নিল বাগানবিলাস
কখনো বা ওপেন হার্ট সার্জারির পর ঢাকাই ক্লিনিকগুলার গোজামিল
প্রেসক্রিপ্সান

কিশোরিঃ গদ্যের নামতাখাতার গরমিলগুলো খুজতে খুজতে
আজকের পত্রিকাগুলোতে দেখলাম, স্ট্যাম্প বিষয়ক একটা খবর আছে

কিশোরঃ চারাপুত্র পবন ও চারাপুত্রা পায়েলের মামা সাংবাদিকদের
বলেনঃ
স্ট্যাম্পের বিষয়টি পবন ও পায়েল জানতে পারে গত ৬ মে।
ওই দিন শিশুদের বাবা পুলিশকে ব্যবহার করে চাপ দিয়ে
শিশুদের মায়ের কাছ থেকে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করিয়ে নেন।

রমনিঃ ওই দিন পুলিশের উপস্থিতিতেই
শিশুদের বাবা শিশুদের মাকে গ্রেপ্তার করা
ও মহিলা পুলিশ দিয়ে তাকে মারধর করার ভয় দেখিয়েছিলেন।
ওই সময় শিশুরা সেখানেই ছিল।
শিশুদের মামা জানান,
পরে পায়েল তার কাছে জানতে চায়, স্ট্যাম্পে লিখলে কি হয়?
তিনি তাকে বলেন,
স্ট্যাম্পের ওপরে কিছু লিখলে সেটা আর পাল্টানো যায় না।
এ থেকে সেচ্ছামৃত্যু পরোয়ানা
স্ট্যাম্পে লেখার বিষয়টি বাচ্চাদের মাথায় আসে বলে তার ধারনা।

দুই ভাইবোনের দুটি স্ট্যাম্পই ছিল পায়েলের স্কুলব্যাগের ভেতর
ওদের লাশ উদ্ধারের পর
বাড়িতে তল্লাশি করার সময় পুলিশ লেখা দুটি উদ্ধার করেঃ

কিশোরঃ আমরা কি বাবার অবৈধ সন্তান?
আমার বাবা কেন বলল, আমাদের মতো সন্তানের দরকার নেই,
সেদিন সমাজের পাচজনের সামনে কেন আমাদের সন্তান হিসেবে অস্বিকার করল?
আপনারাই বলুন, আমার মা দোষি, না বাবা দোষি?

রমনিঃ স্ট্যাম্পে যে প্রশ্নবোধক ব্যবাহার করা যায় না
তাও হয়ত ভালই বুঝেছিল পবন ও পায়েল
এটা ওদের দুই ভাই বোনের একটা ভালরকম দুস্টামি
যাতে করে খেতে পারে রাস্ট্রের ছোট তরফ নামভেদে এনজিও কর্মি

দ্বিতিয় স্ট্যাম্পে ওরা আর কোন দোলাচলের অবকাশ না দিয়েই
বিরামচিন্নের বিবর্তন ঘটায়েছিল মাঙ্খি প্রাকৃতের সিদ্ধান্তসুচকতায়ঃ

কিশোরিঃ আমি পায়েল, আমি এবং আমার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য আমরাই দায়ি।
আমার বাবা আমাদের সাথে যা করেছে, সেটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।
দাদা মায়ের কাছ থেকে জোর করে
স্ট্যাম্পে লিখে নিয়েছে যে ১ জুলাই বাসা ছাড়তে হবে।
কিশোরঃ খাটিয়াতে ফুলস্টপ। দোলনাতে ফুলস্টপ। তদন্ত কর্মকর্তা ফুলস্টপ।
বাড়িগুলা ফুলস্টপ। জুরাইনে ফুলস্টপ। কদমতলি থানা ফুলস্টপ।
ঢাকা শহর ফুলস্টপ।বাংলাদেশ ফুলস্টপ। তারকাটার বেড়া ফুলস্টপ।
ফুলস্টপের স্ট্যাম্পে বিস্ময়বোধক ব্যবহার করা যায় না
অথচ পবন ও পায়েলের না ভাংগা ঘুমসহ
সিলগালাবিহিন স্ট্যাম্পটাই বেশ কয়েকটা বেধড়ক বিস্ময়বোধক চিন্নঃ

জুলেখার প্রবেশ। কিশোর, কিশোরি রমনির চারপাশে ঘুরে ঘুরে ও নিচের বয়ান পেশ করেঃ

মঞ্চে দুলবার আগে মনসঞ্চয়ের সুত্রহারা একের পর এক বাংলাদেশের সন
সনপাপড়ি কিনতে দুই ভাইবোন দৌড়ে পেরিয়ে গেল
ভ্যানসাইকেলের ক্রিং ক্রিং ক্রিং রিক্সা বেলের ক্রিং ক্রিং ক্রিং
পাহাড় বিজয়ের ক্রিং ক্রিং ক্রিং বিশ্বকাপ ফুটবলের ক্রিং ক্রিং ক্রিং

ভোরের মোরগটাও রেওয়াজি কোক কোরক কো ঝুটি দুলায়ে দুলায়ে
হাফ প্যান্টের নিথরতায় ফুলতোলা ফ্রকের কুসুম কুসুম উমভাঙ্গা নিরবতায়

এক দেশে এক পবন ছিল এক দেশে এক পায়েল ছিল বলতে বলতে
অনেক দিনের চেনা শহরকে জাগালো অনেক দিনের অচেনা উপকথায়

কোক কোরক কোঃ
স্ট্যাম্পে লিখে ফেললে তা নাকি আর পালটানো যায় না
কোক কোরক কোঃ
স্ট্যাম্পে লিখে ফেললে তা নাকি আর পালটানো যায় না

কে বললো যায় না খুব যায়
জলছাপসহ স্ট্যাম্পটাকে জলে ছুড়ে দিলেই স্ট্যাম্পটার আর কোন মানেই দাড়ায় না

রাজাদের অভিধান বাচ্চাদের সবসময়ই ভুলটাই শেখায়
তৃতিয় অঙ্ক সমাপ্ত

চতুর্থ অঙ্কঃ প্রথম দৃশ্যঃ

নৌকার এক কোনায় চাদ মিয়া মেয়র এবং আগের দৃশ্যে কিশোর, কিশোরিদের সাথে খেলা করা রমনিকে মুখোমুখি দেখা যায়।

চাদঃ সিমা তোমার ডান কানে কি হয়েছে?
সিমাঃ রাতে ঘুমের ঘোরে মনে হলো কানের লতিতে পোকার কামড়মত! হুড়মুড়ায়ে ঘুম ভেঙ্গে কানে হাত দিলাম! একটু রক্তমত লাগল! এত কিছুর মধ্যে হয়ত কিছুর খোচা লেগেছে!

দ্বিতিয় দৃশ্যঃ নৌকার আরেক কোনায় সিমা আগের কিশোর, কিশোরিদের দিকে ঝুকে দাড়ায়ে আছে।

সিমাঃ ইশরাত তোর ডান কান থেকে রক্ত পড়ছে!
পায়েল, তোর ডান কান থেকেও রক্ত পড়ছে!

ইশরাত/পায়েলঃ মা, তোমার ডান কান থেকেও রক্ত পড়ছে!

তৃতিয় দৃশ্যঃ

পুরা নৌকা জুড়ে সার্চ লাইট ঘুরে ঘুরে একে একে সবার উপর কিছুক্ষন ধরে স্থির হয়!

ইগল'স রক ব্যান্ডের 'টেকিলা অন সানডে' গানটা আবহে বাজানো হবে।

জুলেখাঃ দিনের বেলা আমি রিপোর্টার। রাতে বেশ্যা!
রিপোর্টার ব্যাপারটাকে কমা হিশাবে দেখতে পাবেন। বেশ্যা হলো দাড়ি! আবার বেশ্যাকে কমা হিশাবে দেখে রিপোর্টারকে দাড়ি হিশাবে ধরতে পারেন!
আমার খদ্যেররা অত্যন্ত চৌকষ লোক! আমি কখন দাড়ি আর কখন কমা, তা ওরা চোদ্দ মাইল দূর থেকেও বুঝতে পারে! কোন কোন সুজন দাড়ি আর কমা দু'টোরই খদ্দের! রিপোর্টার হিশাবে য্যামন আমি সমাজের সব শ্রেনির, সব পেষার, সব বয়সের, সব লিঙ্গের লোকজনের কাছে যেতাম; বেশ্যা হিসাবেও আমি নারি, পুরুষ, দম্পতি সবাইকে সেবা করতাম!

এখন এই কানের লতি কামড়ের ব্যাপারটা! খবর ছিল যে বান আসছে! একটা গোলে হরিবোলমত আমি তখন বলধা গার্ডেন, গেন্ডারিয়া, হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি নিয়ে পুরান ঢাকার ওপর একটা প্রতিবেদন তৈরি করছি! দেখা হ'লো পুরোনো মালি শ্যামল মিরাবেলের সাথে! প্রথম নামে মনে হয় হিন্দু গোত্রের, শেষের নাম মনে হয় ফরাসি! একটা ক্রস ব্রিডিং!কোন ফরাসি কুঠিয়ালের অবৈধ পরম্পরা আর কি!

বাগানের কাজ করার সময় ওর পেষিগুলা দেখে আমি অবাক! শ্যামল মালি আমাকে একটা ক্যাক্টাস গাছ দেখালো! মেক্সিকোর! ঐ ক্যাকটাসের বিষ থেকে তৈরি হয় টেকিলার মদ! কিছু কিছু বিছা আছে, ঐ বিষে বুদ হয়ে ঐ ক্যাকটাসেই জিবন কাটায়! জাহাজ যাত্রি হবার আগে আমাদের শ্যামল মিরাবেল ঐ ক্যাকটাসের সালসা সেবনেই জীবন কাটিয়েছে!

এ-সময় শ্যামল মালিকে একটা ক্যাক্টাস গাছের চারপাশে ঘুরে ঘুরে কানের লতি খোচাতে দেখা যাবে!

জুলেখাঃ সেবনের পধ্বতি অভিনব! কানের লতিতে ওর যে দুল ঝোলে, ঐ দুলের ফুটোটা খুচিয়ে, খুচিয়ে ও সবসময় তাজা রাখে! ঐ ফুটো দিয়েই ও নিজের শরিরে ক্যাকটাসের সালশা ঢুকায়! ও বলেছিলঃ বিষে, বিষে বিষক্ষয়! বিষের লহুতে ওর পেষি শক্ত হয়, বিষের ওষুধি গুনেই ওর অনবরত খোচানো কানের লতিতে ভাইরাস আর বাসা বাধতে পারে না! শ্যামলকেই আমি জগতপিতা বলি! এবং আমরা জগতমাতা! সকল পুরুষ আগে পরিক্ষা দিক যে ওরা শ্যামলের মত বিষধারন করতে পারে! সবার পেটেই আমাদের শ্যামলের শিশু ধরতে হবে!এবার শ্যামল মালি নিজেই বলুক!

সার্চলাইট শ্যামলের উপর

শ্যামলঃ দাড়ি আর কমাকে উদ্ভিদের জন্মচক্রে অন্তত চব্বিশ রকমে ব্যাখ্যা করা যায়! কোন ব্যাখ্যায় চুড়ান্ত নয়!ব্যাখ্যাতেই যে বুঝের পয়দা হবে তাও নয়! আমি পেষায় মালি, কথা কম বলি। আমাদের জিবন গাছেদের মতই সালোক সংশ্লেষনের হেয়ালি! জগতপিতার দায়িত্ব গ্রহনে আমি সম্মানিত!

সার্চলাইট সরে গিয়ে পুলিশের উপর

পুলিশঃ দিনের বেলা আমি পুলিশ! রাতের বেলা বেশ্যার দালাল! পুলিশগিরির সুত্রে জুলেখার সাথে পরিচয়! দালালি সুত্রে ওর রাতের জিবনের অংশিদার!
আমার আরো পেষা আছে! জুলেখা জানালো দাড়ি আর কমার থিয়োরি!
শ্যামল মালি বল্লঃ গাছদের জিবনচক্র ২৪ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়! আমাদের জিবন দাবার চৌষট্টি ঘরে ঘুরপাক খাওয়া বেশুমার চালের জিবন!
এই গুটি চালাচালি, বিশেষ করে দিনের পুলিশ থেকে রাতের পাব্লিকের রুপান্তরের ব্যাপার'টাকে থিয়েটার হিশাবেও দেখতে পারেন!কেউ পান, বিড়ি বিক্রি করে; কেউ গার্মেন্টসের মালিক; কেউ বা মাগির দালাল!
আমার শখ হচ্ছে বাশি বাজানো! যেসব রাতে জুলেখা খদ্দের নিতনা, সেসব রাতে ও গান গাইত আর আমি বাশি বাজাতাম!

সার্চলাইট ঘুরে ঘুরে চাদমিয়া মেয়রের উপরঃ

চাদমিয়াঃ সব বুঝলাম! পিরিতির আঠ্যা! কিন্তু দরজা বাইরে থেকে ব্যাড়া দিয়ে সিলগালা করলেন কেন?
পুঃ ওটা সাবধানতা!আমরা জানতাম বান আসছে! আরো জানতাম বাইরের জানালা দিয়ে আমাদের বের হতে হবে!সিড়িঘর দিয়ে ওঠা পানি যাতে কোনমতে ঘরে না ঢুকতে পারে তার জন্য!
চাঃ আপনাদের এত বুধ্বি!
পুঃ টিটকারি মারবেন না! এখন আপনি বলেন আপনি কেন ওখানে এসেছিলেন? দাড়ি না কি কমা?
চাঃ আর লজ্জা করে লাভ কি? আমরা সবাই যখন সবার ভাই বোন, সবাই যখন সবার স্বামি স্ত্রি!আমি আমও চাইছিলাম, ছালাও চাইছিলাম আর কি!

পুঃ মানে?

চাঃ আমাদের নতুন সুপার মার্কেট প্রজেক্ট নিয়ে জুলেখার রিপোর্টে কিছু অসঙ্গতি ছিল! সেগুলো ধরিয়ে দিতে কিছু দলিলি প্রমানপত্র সাথে করে নিয়েছিলাম! তবে তার সাথে রাতের ফুর্তিফার্তার খায়েসও মনে ছিল! জিবন'ত একটাই!

সার্চলাইট ঘুরে চাদমিয়া মেয়রের বৌ সিমার উপর

সিমা: আমি কখনোই পুরো জগতটাকে হাসপাতাল হিশাবে দেখতে চাই নাই! সবকিছু নিয়ে খুব অস্বস্তি বোধ করতাম! নৌকায় উঠে বুঝলাম একটা বাস্তবতা, একটা ঘটনা শুধুমাত্র সত্য কিম্বা মিথ্যা না! মিথ্যার বাইরে আরেকটা হচ্ছে অসত্য বা স্বপ্ন! কারো মুখে একটু বেশি সংলাপ থাকলেই তাকে ঘিরে আমরা ইতিহাস বানাই! আর যার মুখে থাকে সংলাপের সাথে সাফাই তাকে বসাই ক্ষমতায়! শ্যামল মালির কোন সাফাই নাই, কোন ক্ষ্মতা নাই! এই অপুরুষা প্রবনতার ঔরসে আমি গর্ভধারন করলে আমি সম্মানিত বোধ কোরব! আমি প্রায় মেনোপোজের কাছাকাছি! আমার মেয়ের বয়স সতেরো! দুজনেই আমরা শ্যামল মালির সন্তান ধারন করব!

সার্চলাইট ঘুরতে থাকে! সব মেয়েকে দেখা যায় শ্যামল মালিকে ঘিরে প্রজনন জ্ঞাপক নাচের ভঙ্গিমায়!

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্কঃ প্রথম দৃশ্য

দুই কোমরে পিস্তল গোজা, চাবুক হাতে দাড়িয়ে আছে কাউবয় পোষাকে দাড়িয়ে আছে জুলেখা! থেকে থেকে মেঝেতে সপাং সপাং চাবুক মারছে! ছেলেমেয়ের মিশেলে এবং বিভিন্ন ধরনের পোষাকেঃ কেউ লুংগি, কেউ প্যান্ট, কেউ পিনোন পরা কয়েকজনকে দেখা যায় দর্শকদের দিকে পেছন ফেরানো!

হাবিলদারঃ ম্যাডাম, কান সমস্যার, চিল সমস্যার চিরস্থায়ি সমাধান করা হয়েছে! সুনামি কালে যে রেন্ডম সংগমাসঙ্গম হয়েছে এবং তার থেকে যে বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে তাদের কারোই কান নাই! সুতরাং আমরা এখন সেই সুসময়ের দিকে তাকাতে পারি যখন আর কোন ধরনের কান টানাটানি থাকবে না। কান টানাটানি না থাকলে মাথা নিয়ে চিন্তা করারও আর দরকার হবে না!
জুলেখাঃ তাহলে কেবল হৃদয়ের ব্যাপার, কেবল আশনাই!
হাঃ কেবল আশনাই! কেবল সুসময় সমাচার!
জুঃ কিন্তু হাবিলদার তোমার'ত কান আছে!
হাঃ মাত্র একটা!
জুলেখা দুই কানে হাত ছোয়ায় এবং বলেঃ

আমার দেখি দুটা কান! একেবারে দুই দুটা কান!

হাঃ আল্লাহ মেহেরবান! আল্লাহ মেহেরবান! জুয়াচাক্কিতে এইবার ফালান তরুপের দান!
খাড়া করে আড়াআড়ি রাখা একটা গোলাকার জুয়াচাক্কিতে জুলেখা শুয়ে পড়লে হাবিলদার তা ঘুরাতে থাকে!

দ্বিতিয় দৃশ্যঃ
আগের দৃশ্যের দেয়ালের দিকে মুখ করা লোকজনকে এ-দৃশ্যেও দেখা যাবে। হাবিলদার জুয়াচাক্কি ঘুরানো থামায়। জুলেখা নেমে আসে।

জুলেখাঃ এটা কোথায়! সমুদ্রের শো শো পাই, নোনা গন্ধ কিছুটা ফিকে ফিকে লাগে! সাগর-সারসিদের টানা ডাক পাই, দেখা পাই না!এটা কোথায়

হাবিলদার? হাঃ দেখেন, দেখেন জুলেখা ম্যাডাম, মাটির উপরে দেখেন একটা চকচকে আভা! দেখেন, দেখেন আশপাশে মাটিফুড়ে ছোট, ছোট ঝর্নামত! কিন্তু ম্যাডাম আমিওত ঠাউরে পাইনা আমরা কোথায়?
জুঃ ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করো।

হাবিলদার পিছে ফিরে দাড়ানো লোকগুলার পিছনে যায়! ঘুরে, ঘুরে সবাইকে দেখে;
স্বগতোক্তি করেঃ একটারও কান নাই! কোনোই কান নাই! আমার একটা কান আছে! জুলেখা ম্যাডামের দুই দুইটা কান আছে!

হাঃ ম্যাডাম এদের একজনেরও কোন কান নাই! বাম, ডান কোন কান নাই!
জুঃ বেকুবের বাচ্চা, কান আছে না নাই, তা চেক করতে তোকে ওদের কাছে পাঠাই নাই। জিজ্ঞেস কর, কোথায় আমরা আছি!
হাঃ ম্যাডাম, কান না থাকলে কোথায় জিজ্ঞেস করবো?

জুলেখা সপাং, সপাং মাটিতে চাবুক মারে! পিছন ফেরা লোকদের, পিছন ফেরা অবস্থাতেই আর্তনাদের ভঙ্গি করতে দেখা যায়

জুঃ দেখলিত উল্লুক কাহাকা! চাবুকের আওয়াজ শুনলে, তোর জিজ্ঞাসাবাদও শুনতে পাবে! ওদের হাত, পা, ঘাড়, পায়ের নখ যে কোন যায়গাতে জিজ্ঞেস কর!
হাবিলদার একজনের পিছনে গিয়ে লাঠি দিয়ে খোচা মারে! একটা লোক ঘুরে দাড়ায়! প্রথমজনকে জেরা শুরু করতেই ৭ জন একে একে ঘুরে দাড়ায়!

হাবিলদারঃ এই আমরা কোথায়?

প্রথম জনঃ ক্রং আ!
হাবিলদারঃ মানে?
দ্বিতিয়জনঃ মানে, মাটির রং কালচে! এই মাটি পাথর এবং পাথরের কনাবিহিন!
তৃতিয়জনঃ সে ক্রং!
চতুর্থজনঃ এটা পাহাড়ের বালু মিশানো মাটি!
পঞ্চম জনঃ ক্রং রে
ষষ্ঠ জনঃ ছোট ছোট পাথরের কনা মিশানো পাহাড়ি এলাকার মাটি!
সপ্তম জনঃ ক্রুং খুং!
প্রথম জনঃ বেশ শক্ত মাটি। এই মাটি প্রায় পাথরে রুপান্তরিত! পাহাড়ি ছড়ার কাছাকাছি এই পাথুরে শক্ত মাটি পাওয়া যায়! এখানে বাড়ি বানানো চলে কিন্তু আবাদ চলে না!
দ্বিতিয় জন : সুপ্লক!
তৃতিয় জনঃ আমরা ৭ জন আসলে ৭ টা পাহাড়ে দাড়ায়ে আছি! সুপ্লক মানে নরম কাদামাটি! পাহাড়ি নদির ধারে পাওয়া যায়!
চতুর্থ জনঃ প্লাম না এক!
পঞ্চম জন : নদির পলিমাটি। নরম মাটি!গায়ে মাখা যায়, এতেও আবাদ হয় না!
ষষ্ঠ জনঃ ক্লুং বন!
সপ্তম জনঃ আমার পায়ের নিচে বেশ শক্ত আঠালো মাটি! শুকায়ে গেলে এই মাটি বেশ শক্ত হয়ে উঠে! এই মাটিতে কোন পাথর বা বালি থাকে না,এটা জগত মাতার মাটি! আমাদের মেয়েরা এই মাটি দিয়ে চুলা, হাড়ি, পাতিল বানায়!

জুলেখা মাটিতে সপাং সপাং চাবুক আছড়ায়ে হাবিলদারের কাছে আসে! খিল খিল করে হেসে দিয়ে বলেঃ

হয়েছে, হয়েছে... অনেক ক্রিং ক্রিং তিরিং বিরিং শুনলাম! এদের মধ্যে যেটার মাথাতে বেশি বুধ্বি সেটাকে আমার কাছে আনো!
হাঃ এই যে ৩ নাম্বার আপা, এই দিকে আসেন!

মেয়েটি কাছে আসলে, জুলেখা ঘুরে ঘুরে তাকে দেখে! তারপর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেঃ

আপনারা অনেক কিছু বল্লেন!কিন্তু কোন মাটিতে আবাদ হয় তা কিন্তু বললেন না!এর থেকে সহজ একটা হিসাব আমি করে নেব!যেই মাটিগুলার বর্ননা করলেন, তার বাদে সব মাটিতেই আবাদ হয়! এখন আপনারা সহায়তা করলে আমরা আবাদি জমি তাড়াতাড়ি খুজে পাব এবং ভাগাভাগি করে নিতে পারব! আর সহায়তা না করলে আপনারা আপনাদের হাড়ি, পাতিল, চুলা বানাবার মাটিগুলা নিয়ে যা খুশি করবেন, বাদ বাকি সব আমাদের!

মেয়েটাঃ আপনি আমার পিনোনে নিজকে ঢাকেন, আমার সারংটা পরেন, তারপর দেখেন এই কথাগুলার উত্তর আমি কিভাবে দেব! আমি বলি আর না বলি, আপনারা জমি নেবেনই! প্রত্যেক পাহাড় চুড়াতেই একটা করে জুয়াচাক্কি নামানো হয়েছে!
জুঃ আপনার নাম কি?
মেয়েটাঃ কল্পনা!
জুঃ আমরা জমি নেব না। জমির উন্নয়ন ঘটাবো! হাবিলদার, আমরা এখন পাহাড় চুড়ায়! তুমি নিচে নামতে থাকো এবং রেডিওতে জানাও কি কি দেখছ!

হাবিলদার নিচে নামতে থাকে! জুলেখা এবং কল্পনা পোষাক বদল করে! কাউবয় পোষাকের কল্পনা অন্যদের সারিতে ফিরে যায়! কিন্তু চাবুকটা থেকে যায় পিনোন পরা জুলেখার হাতে! জুলেখার হাতে ধরা রেডিও বেজে ওঠে! হাবিলদারকে মঞ্চের ওপাশ থেকে কথা বলতে দেখা যাবে!

জুলেখাঃ বলো, কি দেখলে?

হাবিলদারঃ আমি ম্যাডাম পাহাড়ের মাঝামাঝি ঢালে! এখানে বাসাবাড়ি আছে, আবাদও হচ্ছে! পাহাড়ের উপর আর নিচের দিকে তাকালে এই মাঝখানের সিমানাটাকেই সবচেয়ে বড় মনে হচ্ছে ম্যাডাম!আবাদের মাঝখানে, মাঝখানে ছোট ছোট টং ঘর; লোকজন এগুলানকে জুমঘর বলে! সিজনটা মিস্টি কুমড়ার ম্যাডাম! প্রচুর মিস্টি কুমড়া! লোকজন জানালো যে এই মাঝামাঝি জায়গাতেই ধান, কলা, তিল, মারফা'র চাষ করা হয়!

জুঃ আরো নিচে যাও! আউট!
হাঃ যাচ্ছি ম্যাডাম! আউট।

হাবিলদারের হিসু চাপে!
জুলেখার রেডিও বাজে!

জুঃ বলো!
হাঃ পাহাড়ের গোড়ায়! বড় মনোহারি জায়গা ম্যাডাম! পরান জুড়ায়ে গেল! আশপাশে অনেক ঝর্না, এরা বলে ছড়া! প্রচুর আদা গাছ ম্যাডাম এইখানে! এরা এইখানে আলু আর আনাজের চাষ করে! তুমুল তামাক পাতার চাষও দেখলাম!
জুঃ এইবার ফিরে এসো!লোকজনকে জিজ্ঞাসা করো, তারা নিল রঙের কোন আনাজের চাষ করে কি না?
হাঃ করবো ম্যাডাম! ভালো বুদ্ধি বের করেছেন! এমনে এমনে কি আর আপনি দুই কানওয়ালা মালকিন!

তৃতিয় দৃশ্যঃ

হাবিলদার এবং জুলেখা মুখোমুখি!জুলেখার হাতে বড় একটা চাকু!

জুঃ তৈরি?
হাঃ তৈয়ার।

জুলেখা পোচায়, পোচায় হাবিলদারের কান কেটে ফেলে! নিজের কানকাটা হলে হাবিলদারও পোচায়ে পোচায়ে জুলেখার দুই কান কেটে ফেলে!

চতুর্থ দৃশ্যঃ

আবহে বিভিন্ন রকম পোকার শব্দ

সার বেধে দাড়ানো ৭ জনের সাথে জুলেখা এবং হাবিলদার দাড়ানো! সার বেধে দাড়ানোরা জুলেখার সাথে কথা বলবার সময় সঙ্গমের এবং জুলেখাকে আক্রমনের ভঙ্গি করবে!প্রত্যেকে জুলেখাকে ছোট একটা থলে দেবে!জুলেখা সেগুলা পেটে বাধবে! দৃশ্যের শেষে জুলেখাকে ৯ মাসের গর্ভবতি দেখাবে।

জুলেখাঃআমরা এখন তংথের পোকা!থাকি ঝোপঝাড়ওয়ালা মাটির ভেতরে! আমাকে আপনারা খেতে পারবেন! দিনের বেলা চুপচাপ থাকি। রাতের বেলাতে ডাকাডাকি! নভেম্বার থেকে ফেব্রুয়ারি অব্দি ডাকি! বাকি সময়, সারা বছর ধ্যান করি! আমরা ডাকতে শুরু করা মানেই জমি পরিস্কার করবার সময় ঘনায়ে আসল!

হাবিলদারঃ আমরা চামরামেত পোকা!আমরাও থাকি ঝোপেঝাড়ে মাটির ভিতর! রাতের বেলাতে আমরা চুপচাপ, দিনের বেলাতে আমাদের ডাকাডাকি! আমদের কাজ কারবারও সেই নভেম্বার-ফেব্রুয়ারি! আমরা ডাকাডাকি শুরু করা মানেই ডালপালা কাটাকাটিসহ ভারি কাজগুলা সেরে ফেলার আয়োজন!

তৃতিয়জনঃ কুয়াইঙ্গেন ঝি ঝি পোকারা বড় বড় গাছের খোড়লে থাকে! এপ্রিল থেকে মে মাস অব্দি এদের ডাকাডাকি!কুয়াইঙ্গেনের ডাক মানেই জুমে আগুন দেয়া শেষ করে বিজ বোনার সময় উপস্থিত হওয়া!

চতুর্থজনঃ আমরা লাইপ্লাওমা পোকা!আমাদের ডাকাডাকি, উড়াউড়ির সময় জানান দেয় যে আগাছা নিড়ানির সময় হয়েছে!

পঞ্চম জনঃ প্লঙ্ক পোকা আমরা! আমাদেরকেও আপনারা খেতে পারবেন! আমাদের গায়ের রঙ হালকা বাদামি রঙ্গের! অগাস্ট থেকে ডিসেম্বারে আমাদের ডাকাডাকি মানেই ধান পেকে গেছে এবং ধান কাটার সময় হয়েছে!

হাবিলদার এবং জুলেখা মুখোমুখি হয়! অন্যরা ডাক্তার, নার্সের পোষাকে একটা অপারেশান-টেবিল মঞ্চে নিয়ে আসবে! যা জুয়াচাক্কি হিশাবে ব্যাবহার হবে পরে।

জুঃ কান কেটে ফেলে ভাল করেছি না!
হাঃ বিলকুল ভাল!
জুঃ পোকাদের ডাক শোনার জন্যই যখন কান! তখন পোকা হয়ে পোকাদের সাথেই মিশে যাওয়া ভাল!
হাঃ বিলকুল ভালো! ম্যাডাম, অভয় দিলে একটা প্রশ্ন সুধাই!
জুঃ কানের কাছেত আর প্রশ্ন শুধানো যাবেনারে!
হাঃ তাহলে কোথায় কার কাছে প্রশ্ন সুধাবো ম্যাডাম?
জুঃ কেন বৃক্কের কাছে, কলিজার কাছে, গুদ্দার কাছে, ফুটা কি শুধু কানেরই ছিল না কি?তা প্রশ্নটা কি?
হাঃ বন-জঙ্গল, পাহাড়ে, সাগরে এত মগরামি করলাম! একজন আরেকজনের পরিচয় কি পেলাম?
জুঃ নাম'টাত আসলে ধাম! নৈকট্যধাম!
হাঃ নৈকট্যধাম!
জুঃ হ্যা, নৈকট্যধাম!
হাঃ মানে কিচ্ছার ভিতর কিচ্ছা!
জুঃ মানে ইচ্ছার ভিতর ইচ্ছা!

হাঃ তাহলে পরম ইচ্ছাটা কি?
জুঃ চরম ইচ্ছা হতে পারে! পরম ইচ্ছা সম্ভব না!
হাঃ কেন সম্ভব না?
জুঃ কারন কেন্দ্রনিবিড়তাকে যদি বলি পরম!সেখানে যাবার পরেই একটা বোরডম! একটা চরম বিমর্ষতা! আবার কেন্দ্রাতিত হতেই হবে! বারবার চরমে যাওয়াটাই ইচ্ছার ভিতরের ইচ্ছা!
হাঃ সেই চরম ইচ্ছাটা কি?
জুঃ চরম ইচ্ছাটা হৈল গিয়া নিজের সাথে নিজের সঙ্গম! ধরো আমি হইলাম দর্পিনি! আমার ভিতরেই সেই দর্পিনির দর্পন!
হাঃ দর্পনে কি দেখলেন?

জুঃ ছিলাম বাদশাহজাদি জুলেখা! বাগানের মালি, মালিনিরা প্রত্যেকদিন ঘরে রেখে যেত তাজা তাজা মালা, তাজা তাজা ফুলের তোড়া! একদিন একটা তোড়ার সাথে পেলাম ভিনদেশি রুপকুমার ইয়্যসুফের চিঠি!
মালিনিরে বললাম, চাদনির রাইতে চিঠির মালিক'রে মালকিন সাজায় আমার অন্দরমহলে ঢুকাইতে! শাড়িপরা, জড়োয়ার ঝকামকায় সেই নারিবেশি ইয়ুসুফকে এতই ভাল লাগলো;
শর্ত দিলাম যে প্রকাশ্যে স্বয়ম্বরায় তারে আমি বর হিশাবে নির্বাচন করব ঠিকই,
তবে প্রেম-সংরাগের সময় সে য্যানো বার বার পরে প্রথমবারের দেখা নারিবেশ!
হাঃ তারপর!
জুঃ রাজি হ'লো সে! তবে বাসরের কয়েকদিন পরেই ভংগ করলো আগের কড়ার!
আমিও হারবার নই! সমর্পন'কে দেখলাম অর্পনের বিচুর্ন আয়নায়! বিচুর্ন আয়নায়! বিচুর্ন আয়নায়!
বিচুর্ন আয়নায়! বিচুর্ন আয়নায়...

প্রচন্ড ভাংচুরের শব্দ হয়! জুলেখা অপারেশান টেবিলে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ডাক্তার ওর পেটে স্টেথিস্কোপ লাগায়ে পরিক্ষা করে। পোকাদের শব্দ জোরদার হয়। জুলেখা সংলাপের সময়টুকু উঠে বসে এবং বাদবাকি সময় শুয়ে থাকে।

হাঃ কেন সেই অচিন কুমার'কে সংরাগের সময় চেয়েছিলেন নারিবেশে?
জুঃ প্রশ্ন বটে! কেনই বা বিভিন্ন অবতারে বিবর্তনের সময়
বার বার ছিন্নভিন্ন করেছি এই আমি আমারি নিজের পরনের বেশ?
হাঃ কেন?

জুলেখা পরনের বেশ ছিড়তে থাকে

জুঃ
না, না, নারিভ্রমে আমি সেই পুরুষকে চাই নাই।
চেয়েছিলাম, আমার সাজ পোষাক জড়োয়া গহনা পরে
সে বুঝুক এই সংরাগ, এই জবড়জং কতটুকু বোঝা!

আবার ভাংচুরের শব্দ শোনা যায়

পঞ্চম ও শেষ দৃশ্যঃ

আগের দৃশ্যের ডাক্তার, নার্স, হাবিলদার অপারেশান-টেবিলমত জুয়াচাক্কি ঘুরাতে থাকে!ঘুরাতে, ঘুরাতে প্রসবের আয়োজন বোঝানো হয়!পোকাদের শব্দ পাগলুটে আবহ তৈরি করে। বৃন্দ প্রক্ষেপন চলতে থাকে।

যা ছিলনা তাত সত্যিই নাই তাই নতুন নতুন মাটির খেলনা
বানাবার ছলে জুলেখাকে আমরা শিখাই নিল আনাজের চাষবাষ

আজ ১৪১৭ শালের ১৫ই জৈষ্ঠ শনিবার
আজকে জুলেখার জন্মদিন
জন্ম থেকেই ও মাতৃহিন পিতৃহিন
আমি ওর দাদু এবং জুলেখার দিদিমারা থেকেও নাই
কিভাবে এসব ঘটে গেল তা আমি নিজেও জানি না

জুলেখারে চোখ মেলে দেখো দাদু
সব রঙের আনাজ আছে কিন্তু নিল আনাজ নাই
ঐ রংটাই হচ্ছে গিয়ে সকল রঙের যাদু
চাষাবাদের আগে আমাদের সঠিক ভাষাটাও দরকার
সঠিক ভাষার সাথে সরল অঙ্কের সঠিক সারাতসারঃ

আমরা সবাই ভাষাটা জানতাম
দিদিমার সাথে ঐ ভাষাতে অনেক গল্পসল্প করতাম
কিসের থেকে কি হয়ে গেল
দিদিমা একদিন ভাষাটা ভুলে গেল

তারপর ভাষাটার খোজে দিদিমাও ঘোরে আমিও ঘুরি
দেখা হয় কখনো কখনো
তবে একজন আরেকজনকে চিনতে পারিনা
পরিচয়ের সঙ্কেতসুত্রগুলো কিছুতেই আমরা ধরতে পারি না

এমনই সুন্দর ছিল যে দুরের দুরান্তে তার নাম বিষদে ছড়ায়েছিল
এক নজর দেখতে তারে ভিড় জমায়েছিল বিস্তর জোনাক জোনাকি
পিছু পিছু তাদের যন্ত্রধারি খাকি
জোনাকি মানেই প্রাকৃতিকভাবেই চাদোয়ার আলো
কেউত জানে নাই কখন তা হয়ে ওঠে মশাল জোরালো

রক্তাক্ত জুলেখা জুয়াচাক্কির উপর উঠে দাড়ায়, কোলে একটা বড় চিল!
হাবিলদারসহ সবাই জুয়াচাক্কি ঘোরাতে থাকে!

সমাপ্ত

জুন/২০১০-নভেম্বার/২০১০
ব্রিটানি-ঢাকা